জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলক সংস্করণ

## শিক্ষক সহায়িকা

# বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## তৃতীয় শ্রেণি


লেখক ও সম্পাদক
প্রফেসর ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
রিটন কুমার বড়ুয়া
অনুপম বড়ুয়া
শিপ্রা বড়ুয়া
মোহা: মোমিনুল হক

শিল্প নির্দেশনা
হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ: , ২০২৪ খ্রি.

ছবি ও অলংকরণ
তানিমা ইসলাম

গ্রাফিক ডিজাইন
কে এম ইউছুফ আলী

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

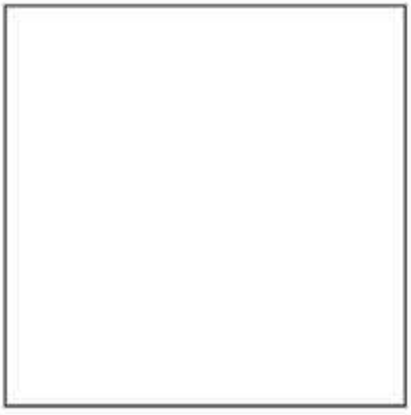

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

# প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। যুগের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে সংগতি রেখে এই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গৃহিত হয়। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই শিক্ষাক্রমের অভিযাত্রা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রাথমিক স্তর- এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, সক্রিয় শিখন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে রচিত এই শিক্ষক সহায়িকাটি এরই অংশ। এতে নির্ধারিত অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের ভিত্তিতে প্রতিটি পাঠের শিক্ষা উপকরণ, পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য পারদর্শিতার সূচক ও স্ট্র্যান্ড সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকাটিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সহাবস্থান এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও স্থান দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল আছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার সঙ্গে সংযোজিত বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এটিই প্রত্যাশা করি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৃতীয় শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার 'শিক্ষক সহায়িকা' গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। লেখক, যৌক্তিক মূল্যায়নকারী, সমন্বয়ক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিল্পনির্দেশক, চিত্রশিল্পী, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহায়তাকারীদের অবদান পাঠ্যপুস্তকটিকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রকাশনা যন্ত্রনির্ভর কাজ। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণজনিত ত্রুতি-বিচ্যুতি থাকলে অবশ্যই সেগুলো পরবর্তি সময়ে সংশোধন করা হবে। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# সাধারণ নির্দেশনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) অনুসরণে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা আরও আকর্ষণীয় ও শিক্ষার্থী বান্ধব করা হয়েছে। এতে অনুসন্ধানমূলক শিখনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন।

১. প্রতি পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

৬. পাঠদানের সময় শিক্ষক সহায়িকার প্রতি পাঠের শেষে বর্ণিত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।

৭. পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বেই সংগ্রহ বা তৈরি করবেন। উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।

৮. পাঠসংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-

- শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিপাঠের সময় আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন। দুর্বল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং

শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এসব ধারণা ব্যবহার করবেন।

- একক/দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৯. শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়নের জন্য প্রতি অধ্যায় শেষে প্রদেয় পারদর্শিতার সূচক [ Performance Indicator (PI)] ব্যবহার করে পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।

১০. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

১১. শিক্ষক পাঠদানের সময় আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Inter-disciplinary Approach) অনুসরণ করে [যেমন: শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, অঙ্কন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] এক বিষয়ের যোগ্যতার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১২. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠসংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পূর্বেই পাঠের সময় বিভাজন করবেন। পাঠের সময় বিভাজনের নমুনা: [মোট সময় ৫০ মিনিট হলে, ভূমিকা (পূর্বপাঠের আলোচনা ও পূর্বজ্ঞান যাচাই): ৫ মিনিট; মূল পাঠ উপস্থাপন ও মূল্যায়ন: ৪০ মিনিট, উপসংহার: ৫ মিনিট]

১৪. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সঙ্গে নিজস্ব চিন্তাভাবনা মিলিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

# সূচিপত্র


| অধ্যায় | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্ব লাভ | ১-৯ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ত্রিপিটক পরিচয় | ১০-১৯ |
| তৃতীয় অধ্যায় | বন্দনা | ২০-২৯ |
| চতুর্থ অধ্যায় | পঞ্চশীল | ৩০-৩৭ |
| পঞ্চম অধ্যায় | সংঘদান | ৩৮-৪৯ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | আদর্শ জীবন চরিত | ৫০-৬২ |
| সপ্তম অধ্যায় | পূজা ও উৎসব | ৬৩-৭৩ |
| অষ্টম অধ্যায় | তীর্থস্থান | ৭৪-৮৫ |
| নবম অধ্যায় | জাতকে জীব ও প্রকৃতি | ৮৬-১০১ |
| স্ট্র্যান্ড - পারদর্শিতার সূচক (PI) টেবিল | | ১০২ |

প্রথম অধ্যায়

# সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্ব লাভ

## এ অধ্যায়ে যা আছে

- সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন
- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
- সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন চরিত জেনে ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলনে আগ্রহী হতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

যোগ্যতাটি অর্জনের জন্য গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ এবং সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে জেনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণে আগ্রহী ও অনুগত হয়ে ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলন করবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন, ব্রেইন স্টর্মিং , মাইন্ড ম্যাপিং এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

১.১.২ চারি নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.১.৩ গৃহত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

১.১.৪ সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে লিখতে পারবে।

১.১.৫ সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা জেনে ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন অনুশীলন করতে পারবে।

## মূল্যায়ন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রমের চলমান মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায় -এই চারটি পর্যায়ের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

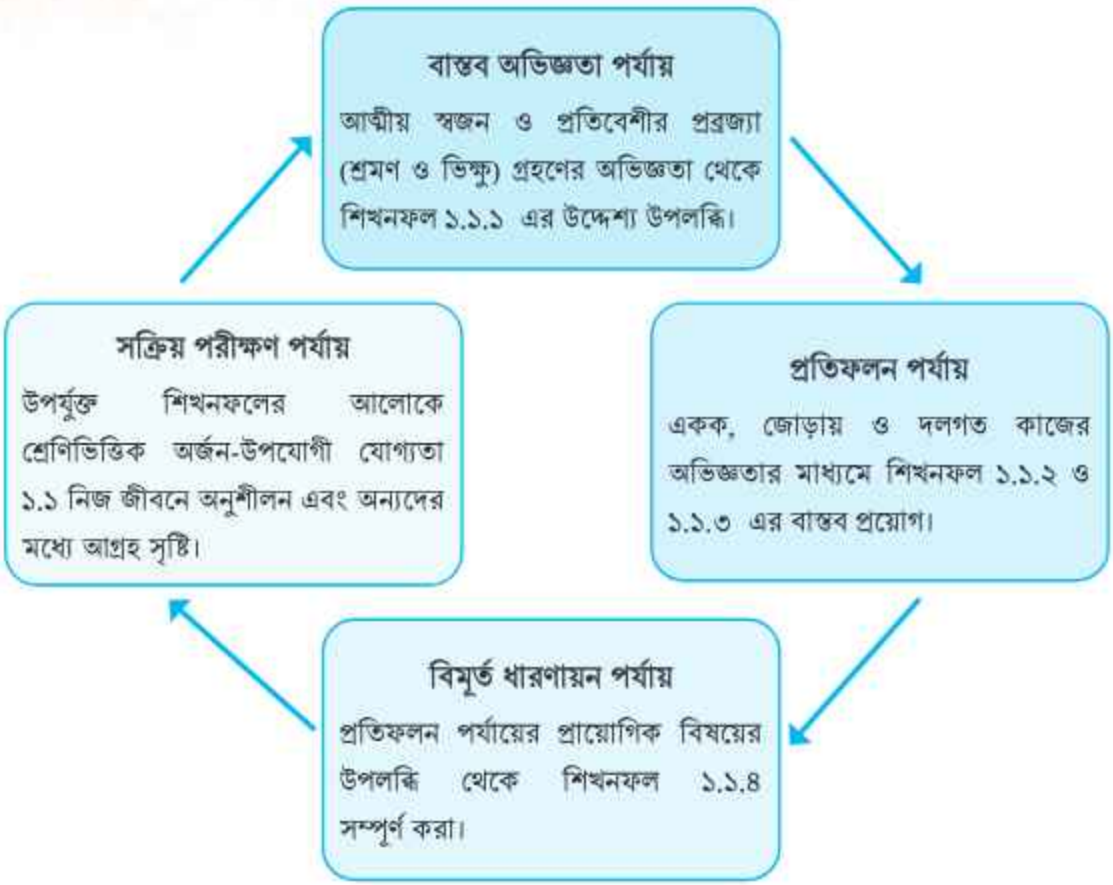


**পাঠ বিভাজন:** ৩ (১-৩ সেশনে বা ৩ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ১

# পাঠ শিরোনাম: সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন

## শিখনফল

১.১.২ সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকাল ও চারি নিমিত্ত দর্শনের ছবি এবং ভিডিয়ো চিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। পাঠ-সংশ্লিষ্ট পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নোক্ত বিষয় জিজ্ঞেস করবেন

- তোমাদের দেখা যেকোনো একটি ঘটনা বা দৃশ্যের কথা বলো, যা তোমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল।
- ২/৩ মিনিট সময় দিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কথা শুনবেন।

৩। এরপর বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৪। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১ এ প্রদত্ত তালিকাটি শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে বলবেন। এ কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ২/৩ মিনিট চিন্তা করে লিখতে বলবেন। পরে, ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনার সম্মুখীন হই। এরূপ কথার সূত্রপাত করে সংশ্লিষ্ট পাঠে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবেন- আজকের এ পাঠে আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে জানব। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এ চারি নিমিত্ত দর্শন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।
- চারি নিমিত্ত দর্শন কী? এ সম্পর্কে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের আলোকে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করবেন।

৭। শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে আমরা কী জানি?

## একক কাজ: ধারণা চিত্র (খালিঘর পূরণ)

৮। শিক্ষক বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন ও গৃহত্যাগের ছবি বা ভিডিয়ো চিত্র প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। অতঃপর ছবি বা ভিডিয়ো দেখে সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে ৩/৪ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। এরপর চারি নিমিত্ত দর্শন এর অংশগ্রহণমূলক কাজ-১ ও ২- এ প্রদত্ত শিখন ধারণাচিত্র এবং খালিঘর পূরণ ছকটি শিক্ষার্থীদের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং

প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: (অতিরিক্ত) প্রশ্নোত্তর পর্ব

৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

১০। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক দলকে 'সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন' সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলবেন।

১১। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন

- সিদ্ধার্থের বিবাহ কার সঙ্গে হয়েছিল?
- সিদ্ধার্থ গৌতম কেন নগর ভ্রমণে গিয়েছিলেন?
- তাঁর নগর ভ্রমণের সময় রাজা মন্ত্রীদের কী আদেশ দিয়েছিলেন?
- নগর ভ্রমণে গিয়ে সিদ্ধার্থ কী কী দেখেছিলেন?
- নগর ভ্রমণে সিদ্ধার্থের প্রথম ও শেষ দর্শন কী ছিল?

১২। প্রত্যেক দলকে প্রশ্নোত্তর পর্বের কাজটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে কাজের জন্য ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১৩। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৪। আলোচনা শেষে দলের প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিনিধিকে সহযোগিতা করতে পারবে।

১৫। শিক্ষক পাঠের নিম্নে বর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজকে আমরা জানলাম, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম নগর ভ্রমণে গিয়ে চারটি নিমিত্ত দর্শন করেছিলেন। চারটি নিমিত্ত হলো: ১. জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ লোক, ২. রোগগ্রস্থ লোক, ৩. মৃতদেহ এবং ৪. গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী। সিদ্ধার্থ গৌতমের দর্শন প্রাপ্ত এ চারটি দৃশ্যকে বৌদ্ধধর্মে 'চারি নিমিত্ত দর্শন' বলা হয়।

১৬। শিক্ষার্থীদের চারিনিমিতত বিষয়ে আরও একবার প্রশ্নটি করবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৭। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সিদ্ধার্থের জীবনের আদর্শ অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ২

পাঠ শিরোনাম: সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ

### শিখনফল

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

১.১.৩ গৃহত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো প্রদর্শন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন

- ছবিটি দেখে তোমরা কী বুঝতে পেরেছ?
- ছবির মানুষগুলো চিনতে পেরেছ কি?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ সম্পর্কে জানব। চারি নিমিত্ত দেখে সিদ্ধার্থ গৌতম কী বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি কী উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেছিলেন? পুত্র জন্মের সংবাদ পেয়ে তিনি কেন চিন্তিত হয়েছিলেন? তিনি কোন তিথিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন? তিনি কীভাবে গৃহত্যাগ করেছিলেন? গৃহত্যাগ করে তিনি প্রথমে কোথায় গিয়েছিলেন? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ সম্পর্কে আমরা কী জানি?

### দলগত কাজ: মাথা খাটানো (তালিকা তৈরি)

৮। শিক্ষক বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো প্রদর্শন করবেন। ছবি দেখে সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ বিষয় সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের 'অনুশীলনমূলক কাজ-৩' তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন। শিক্ষার্থীকে মনোযোগ সহকারে শোনার উপদেশ দিয়ে 'দুঃখের কারণ' সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

১০। আলোচনার পর 'মানুষ কী কী কারণে দুঃখ পায়' দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

১১। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১২। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৩। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলীয় প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিনিধিকে সহযোগিতা করতে পারবে।

১৪। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## জোড়ায় কাজ: শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়

১৫। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনমূলক কাজ ৪ শুদ্ধ-অশুদ্ধ চিহ্নিত করতে বলবেন।

১৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করে কাজটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। কাজটি করার জন্য ৩/৪ মিনিট সময় দিবেন এবং কাজটি চলাকালে পর্যবেক্ষণ করবেন।

১৭। নির্দিষ্ট সময় শেষে কয়েক জোড়ার উপস্থাপন শুনবেন। অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং মূল্যায়ন করবেন। ভালো কাজের প্রশংসা করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

১৮। পাঠের নিম্নে বর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- এ পাঠের মাধ্যমে আমরা জানলাম: জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখময়। জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সিদ্ধার্থ গৌতম মানবের দুঃখ মুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সময় তাঁর বয়স ছিল উনত্রিশ। রাজ সিংহাসন, স্ত্রী-পুত্র সবই ছেড়ে আষাঢ়ে পূর্ণিমার গভীর রাতে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

১৯। শিক্ষার্থীদের এবার পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিখনফল যাচাই করবেন।

২০। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনাদর্শ অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ৩

# পাঠ শিরোনাম: সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ

## শিখনফল

১.১.৪ সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে লিখতে পারবে।

১.১.৫ সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা জেনে ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন অনুশীলন করতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো চিত্র

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো প্রদর্শন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন

- ছবির ব্যক্তিটি কে?
- ছবিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- আজ আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে জানব। ছন্দককে বিদায় দিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম প্রথমে কার আশ্রমে গিয়েছিলেন? রাজগৃহে তাঁর সঙ্গে কোন রাজার সাক্ষাৎ হয়েছিল? রাজগৃহ থেকে তিনি কোন মুনির আশ্রমে যান? কারা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত? কোথায় সিদ্ধার্থ গৌতম ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন? কে তাঁকে পায়সান্ন দান করেছিলেন? কোন বৃক্ষতলে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন? কে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে চেয়েছিল? কোথায় এবং কত বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন? আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পাঠের মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের বিষয়টি লিখবেন

- সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে আমরা কী জানি?

## পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপস্থাপন

৮। শিক্ষক বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো প্রদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে তা লক্ষ করতে বলবেন। ছবি দেখে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে ২/৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।

শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন

- সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো প্রদর্শন বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন। এবং জানতে উৎসাহিত করবেন।

## জোড়ায় কাজ: বাক্য গঠন

৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করবেন। প্রত্যেক জোড়াকে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন।

১০। শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুবিধার্থে পাঠে বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠ করতে বলতে পারেন।

১১। শিক্ষার্থীদের অনুশীলনমূলক কাজ ৫ সম্পন্ন করতে বলবেন।

১২। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। এরপর ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১৩। কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৪। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে প্রতিটি জোড়াকে কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৫। উপস্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের মাধ্যমে যাচাই করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** জোড়ায় ও একক কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬: একক কাজ (কুইজ সঠিক উত্তর বাছাই)

১৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬ (কুইজ) সম্পন্ন করাবেন।

১৭। শিক্ষার্থীদের ৩/৪ মিনিট সময় দিয়ে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

১৮। পাঠের নিম্নে বর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজকে আমরা জানলাম: গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ গৌতম বিভিন্ন মুনির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের নিকট তিনি দুঃখমুক্তির পথের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে তিনি উরুবেলার সেনানী গ্রামে নিগ্রোধ বৃক্ষ মূলে গভীর ধ্যানে সমাসীন হন। মারের সকল প্রলোভন ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তিনি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে 'বোধি জ্ঞান' লাভ করেন এবং জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

১৯। শিক্ষার্থীদের এবার বিষয় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

২০। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনাদর্শ ও ধর্মবাণী অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

## সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্ব লাভ

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন চরিত জেনে ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলনে আগ্রহী হতে পারা। | **PI-1** | **08.03.01.01** সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন চরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলন করতে পারছে। | সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ও ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে। | সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করতে পেরেছে। | সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তা নিজ ও পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে। |

দ্বিতীয় অধ্যায়

# ত্রিপিটক পরিচয়

## এ অধ্যায়ে যা আছে-

- ত্রিপিটক শব্দের অর্থ
- ত্রিপিটকের পরিচয়
- সূত্র পিটক
- বিনয় পিটক
- অভিধর্ম পিটক

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

১.২ ধর্মগ্রন্থের পরিচয় জেনে বৌদ্ধধর্মের বিধিবিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

**যোগ্যতার ব্যাখ্যা:** যোগ্যতা ১.২- এর আলোকে শিক্ষার্থীরা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আচরণে যত্নশীল হবে এবং নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা তৈরি হবে।

## শিখনফল

১.২.১ 'পিটক' সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.২.২ 'ত্রিপিটক' সম্পর্কে লিখতে পারবে।

১.২.৩ ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.২.৪ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু জেনে ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করতে পারবে।

## মূল্যায়ন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সব সময় চলমান মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন। পাঠ শেষে শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকের মাধ্যমে পারদর্শিতা মূল্যায়ন [ Performance Indicator (PI)] করতে হবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং, কুইজ এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

শিখন-শেখানোর কৌশল হিসেবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। নিচের চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।

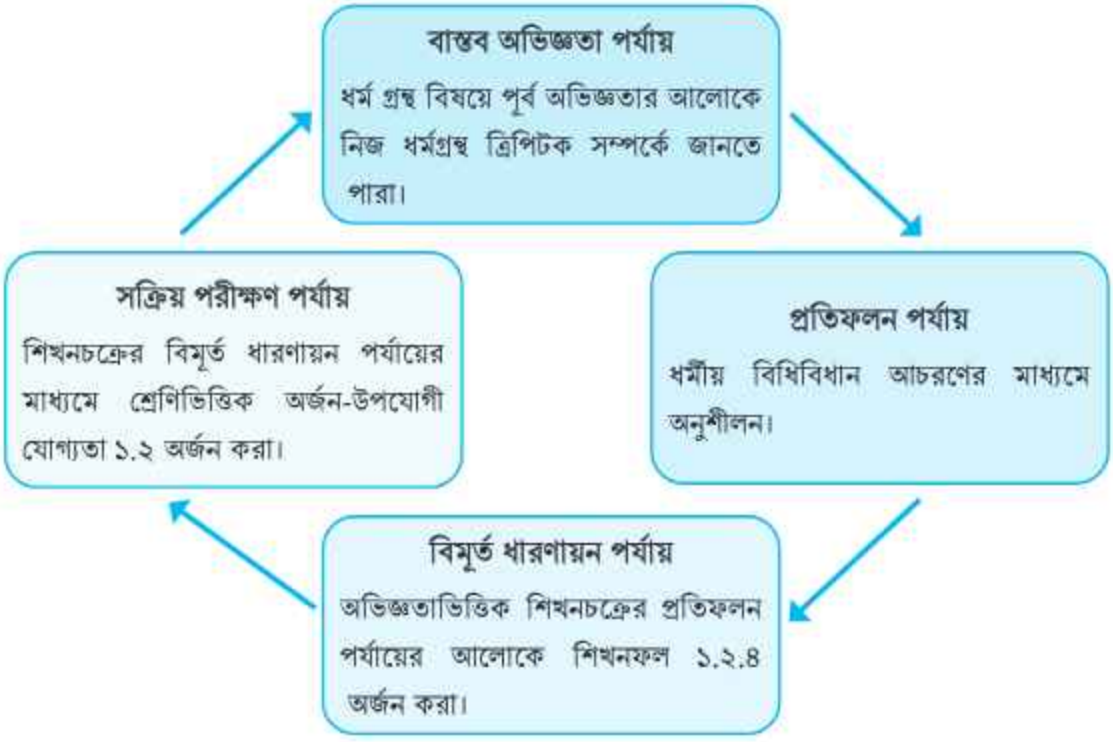


**পাঠ বিভাজন:** ৩ (৪-৬ সেশনে বা ৩ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ৪

**পাঠ শিরোনাম:** ত্রিপিটক শব্দের অর্থ ও ত্রিপিটকের পরিচয়

### শিখনফল

১.২.১ 'পিটক' সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.২.২ 'ত্রিপিটক' সম্পর্কে লিখতে পারবে।

১.২.৩ 'ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, সূত্র পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের ছবি, ভিডিয়ো ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'সূত্র পিটক' লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু তুলে আনার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- ত্রিপিটকের ভাগ কয়টি?
- বৌদ্ধধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী বলতে পারবে?

৪. প্রথম প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩০-৩৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যখন শিক্ষার্থীরা 'বৌদ্ধধর্ম' বলবে তার সূত্র ধরে শিক্ষক পরবর্তী প্রশ্নটি করবেন। এরপর শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ২-৩ মিনিট অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামটি শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে ও সমস্বরে উচ্চারণ করাবেন।

৫. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন অন্য কোনো ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম তারা জানে কি না? শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়ে কোনো পূর্ব ধারণা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করার মাধ্যমে বিষয়টি সকলকে অবহিত করাবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- আজকে আমরা বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানব। আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'। আমরা এখানে ত্রিপিটক শব্দের অর্থ কী? ত্রিপিটকের পরিচয়– এই প্রশ্নগুলো বা বিষয়গুলো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ভালোভাবে জানব।

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন: ত্রিপিটক শব্দের অর্থ কী? ত্রিপিটকের পরিচয় (এটি বোর্ডে পূর্বের লেখার নিচে লিখবেন)।

## বিষয়বস্তু

দুটি পৃথক অর্থযুক্ত শব্দের সমন্বয়ে 'ত্রিপিটক' শব্দটি গঠিত। 'ত্রি' শব্দের অর্থ হলো তিন; এবং 'পিটক' শব্দের অর্থ ঝুড়ি, আধার, পাত্র ইত্যাদি। সুতরাং 'ত্রিপিটক' শব্দের অর্থ তিনটি ঝুড়ি বা তিনটি পাত্র বা তিনটি আধার (বাক্স)। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ তিনটি পিটকে বিভক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর ভিন্নতার প্রেক্ষিতে এরূপ তিনটি ভাগ করা হয়েছে। তিনটি পিটকের নামকরণও করা হয়েছে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে। তিনটি পিটকের নাম হলো:

১) সূত্র পিটক

২) বিনয় পিটক

৩) অভিধর্ম পিটক

## একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

৮. শিক্ষক বোর্ডে ছবি বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রধান চারটি ধর্মের যথা-মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ চারটি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছবি বা ভিডিয়ো দেখার পর 'পবিত্র বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ কোনটি' শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। সে সম্পর্কে ২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন। এরপর আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিচের কাজগুলো সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।]

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৭: একক কাজ

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনামতে কাজটি সম্পাদন করতে বলবেন। কাজটি সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের ৩-৪ মিনিট সময় দিবেন। কাজটি সকলে যথাযথভাবে করতে পেরেছে কি না দেখবেন। যারা পেরেছে তাদের প্রশংসা করবেন এবং যারা পারেনি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

## অংশগ্রহণমূলক কাজ জোড়ায়-৮: কুইজ

কুইজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করে দিবেন। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। তারপর ৩ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিবেন। কুইজ শেষ করে এক জোড়ার কাজ অন্য জোড়াকে মূল্যায়ন করতে দিবেন। যারা পেরেছে তাদের প্রশংসা করবেন এবং যারা পারেনি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

১০. এরপর আগামী পাঠের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়ে আজকের পাঠদান শেষ করবেন।

## সেশন: ৫

## পাঠ শিরোনাম: সূত্র পিটক

### শিখনফল

১.২.৪ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু জেনে ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

**উপকরণ:** ত্রিপিটক অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ বা উক্ত গ্রন্থসমূহের ছবি, ভিডিয়ো এবং পাঠ্যবই ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'ত্রিপিটক পরিচয়' লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু তুলে আনার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন।

- বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
- বৌদ্ধধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

৪. পূর্বপাঠের প্রেক্ষিতে প্রথম প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩০-৩৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যখন শিক্ষার্থীরা পবিত্র ত্রিপিটকের কথা বলবে তার সূত্র ধরে শিক্ষক পরবর্তী প্রশ্নটি করবেন। এরপর শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য আগের মতো ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠের বিষয়ভিত্তিক মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন- 'বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটকের গঠন কী রকম? এভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠের বিষয়ে পূর্ব ধারণার আলোকে মত বিনিময় করে আজকের পাঠের বিষয়টি সূচনা করাবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চলমান আলোচনার সূত্র ধরে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। যেমন-

- আমরা আগের পাঠে পবিত্র ত্রিপিটকের তিনটি অংশ সম্পর্কে জেনেছি। আজকে আমরা ত্রিপিটকের সূত্র পিটক সম্পর্কে জানব। সূত্র পিটক কী? সূত্র পিটকের বিষয়বস্তু কী? এই প্রশ্নগুলো বা বিষয়গুলো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা আজ ভালোভাবে জানব।

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন: সূত্র পিটক কী? সূত্র পিটকের বিষয়বস্তু কী? (এটি বোর্ডে পূর্বের লেখার নিচে লিখবেন)।

## বিষয়বস্তু: সূত্র পিটক

বুদ্ধ সূত্র আকারে অনেক উপদেশ দান করেছেন। সূত্রাকারে দেশিত ধর্মোপদেশগুলো যে পিটকে লিপিবদ্ধ আছে তাকে সূত্র পিটক বলে। এই সূত্রগুলো বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু এতে রয়েছে। সেই আকার ও বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে সূত্র পিটক পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি ভাগকে নিকায় বলে। সূত্র পিটকের পাঁচটি ভাগ বা নিকায় হলো।

১. দীর্ঘ নিকায়

২. মধ্যম নিকায়

৩. সংযুক্ত নিকায়

৪. অঙ্গুত্তর নিকায়

৫. খুদ্দক নিকায়

সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র লিপিবদ্ধ আছে। সূত্রগুলো পাঠ করে এবং এতে বর্ণিত উপদেশ আচরণ করলে মানবিক গুণাবলি অর্জন করা যায় এবং আদর্শ জীবন গঠন করা যায়।

## একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

৮. শিক্ষক বোর্ডে ছবি বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সূত্র পিটকের অন্তর্গত নিকায় গ্রন্থগুলো প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট সময় দিবেন। ছবি বা ভিডিয়ো দেখার পর নিকায় গ্রন্থগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে সরব পাঠের মতো সকল শিক্ষার্থীর মাধ্যমে উচ্চারণ করাবেন।

৯. শিক্ষক বোর্ডে সূত্র পিটকের যেকোনো দুটি নিকায় গ্রন্থের নাম লিখবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন করবেন যে, এই গ্রন্থ দুটিতে কী বিষয় আছে? সে সম্পর্কে ১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের ধর্মের অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এটিও বলবেন যে- এই সূত্রগুলো বুদ্ধবাণী, এগুলোর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। এভাবে শিক্ষার্থীদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে উৎসাহিত করবেন। এরপর আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিচের কাজগুলো সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৭: একক কাজ

১০. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনামতে অংশগ্রহণমূলক কাজ-৭ সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। তারপর কাজটি শেষ করতে ৩ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিবেন। কাজ শেষ করে একজনের কাজ অন্যজনকে মূল্যায়ন করতে দিতে পারেন।। যারা পেরেছে তাদের প্রশংসা করবেন এবং যারা পারেনি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

১১. আগামী পাঠের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়ে আজকের পাঠদান শেষ করবেন।

## সেশন: ৬

## পাঠ শিরোনাম: বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক

### শিখনফল

১.২.৪ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু জেনে ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করতে পারবে।

**উপকরণ:** বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের ছবি, ভিডিয়ো এবং পাঠ্যবই ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক' লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু তুলে আনার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- ত্রিপিটকের ভাগ কয়টি? আমরা আগের পাঠে কোন পিটক সম্পর্কে জেনেছি?

৪. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১-২ মিনিট অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। এরপর শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩০-৩৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। এভাবে আজকের পাঠ 'বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক' বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

৫. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আলোচনায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন-বিনয় পিটক, অভিধর্ম পিটক এই নাম তারা আগে কারো কাছে শুনেছে কি না? এভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়ে কোনো পূর্ব ধারণা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করার মাধ্যমে বিষয়টি সকলকে অবহিত করাবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন-

- আজকে আমরা বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক সম্পর্কে জানব। আমরা এখানে বিনয় পিটক কী? অভিধর্ম পিটক কী? এই প্রশ্নগুলো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ভালোভাবে জানব।

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন: বিনয় পিটক কী? অভিধর্ম পিটক কী? (এটি বোর্ডে পূর্বের লেখার নিচে লিখবেন)।

## বিষয়বস্তু: বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক

'বিনয়' শব্দের অর্থ নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, বিধিবিধান ইত্যাদি। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের সুশৃঙ্খল ও পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ অনেকগুলো নিয়ম নির্দেশ করেছেন। সেই নিয়মগুলো যে পিটকে লিপিবদ্ধ আছে তাকে বিনয় পিটক বলে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘ বিনয় পিটকে বর্ণিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে জীবনযাপন করেন। বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলো হলো:

১. পারাজিকা
২. পাচিত্তিয়া
৩. মহাবর্গ
৪. চুল্লবর্গ
৫. পরিবার পাঠ

পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে সুত্ত বিভঙ্গ বলে। অপরদিকে মহাবর্গ ও চুল্লবর্গকে একত্রে খন্ধক বলে। সংক্ষেপে বিনয় পিটক সুত্ত বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার পাঠ-এ তিন ভাগে বিভক্ত।

## অভিধর্ম পিটক

ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ হচ্ছে অভিধর্ম পিটক। 'অভিধর্ম' শব্দটি 'অভি' এবং 'ধর্ম' শব্দ দু'টি যোগে গঠিত। 'অভি' শব্দের অর্থ হলো বিশিষ্ট, অধিকতর, অতিরিক্ত বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সুতরাং 'অভিধর্ম' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অধিকতর ধর্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ- এই চারটি বিষয় অভিধর্ম পিটকে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের দর্শন বিষয়ক আলোচনাই অভিধর্ম পিটকের মূল বিষয়। অভিধর্ম পিটকে সাতটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলো হলো:

১. ধম্মসঙ্গণি
২. বিভঙ্গ
৩. ধাতুকথা
৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি
৫. কথাবত্থু
৬. যমক
৭. পটঠান

## একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

৮. শিক্ষক বোর্ডে ছবি বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পবিত্র ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটকের বইগুলো পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছবি বা ভিডিয়ো দেখার পর 'বিনয় পিটকে কয়টি গ্রন্থ এবং অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে? শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। সে সম্পর্কে ২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ২-৩ জনের

মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন। এরপর আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিচের কাজগুলো সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-১০: একক কাজ

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনামতে সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণের কাজটি সম্পাদন করতে বলবেন। কাজটি সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের ৩-৪ মিনিট সময় দিবেন। কাজটি সকলে যথাযথভাবে করতে পারছে কি না দেখবেন। যারা পেরেছে তাদের প্রশংসা করবেন এবং যারা পারেনি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-১১: জোড়ায় কাজ

১০. পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা মূল্যায়নের কাজটি সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করে দিবেন। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। তারপর ৩ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিবেন। কাজ শেষ করে এক জোড়ার কাজ অন্য জোড়াকে মূল্যায়ন করতে দিবেন। যারা পেরেছে তাদের প্রশংসা করবেন এবং যারা পারেনি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

১১. আগামী পাঠের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়ে আজকের পাঠদান শেষ করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশিকার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

# ত্রিপিটক পরিচয়

শিখন যোগ্যতাসমূহ মুল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ১.২ ধর্মগ্রন্থের পরিচয় জেনে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা। | **PI-9** | **08.03.01.09** ধর্মগ্রন্থের পরিচয় জেনে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে। | ত্রিপিটক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসন সম্পর্কে আগ্রহী হতে পেরেছে। | ত্রিপিটক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছে। | ত্রিপিটক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ জীবনে অনুশীলন করতে পেরেছে। |

তৃতীয় অধ্যায়

# বন্দনা

## এই অধ্যায়ে যা আছে-

- বন্দনা
- পালি ও বাংলায় ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা, পিতৃ বন্দনা
- বন্দনার নিয়মাবলি
- বন্দনার সুফল

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ নিত্যপালনীয় ধর্মীয় আচার অনুশীলনের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা নিবেদনের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে। ধর্মীয় আচার অনুশীলনে আগ্রহী হবে। এর দ্বারা কর্তব্যপরায়ণ ও অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

৩.১.১ 'বন্দনা' সম্পর্কে বলতে পারবে।

৩.১.২ অর্থসহ পালিতে কয়েকটি বন্দনা বলতে ও লিখতে পারবে।

৩.১.৩ বন্দনার নিয়ম বলতে ও লিখতে পারবে।

৩.১.৪ বন্দনার সুফল লিখতে পারবে।

৩.১.৫ বন্দনার সুফল জেনে সদাচারী ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

**মূল্যায়ন:** শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সব সময় চলমান মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

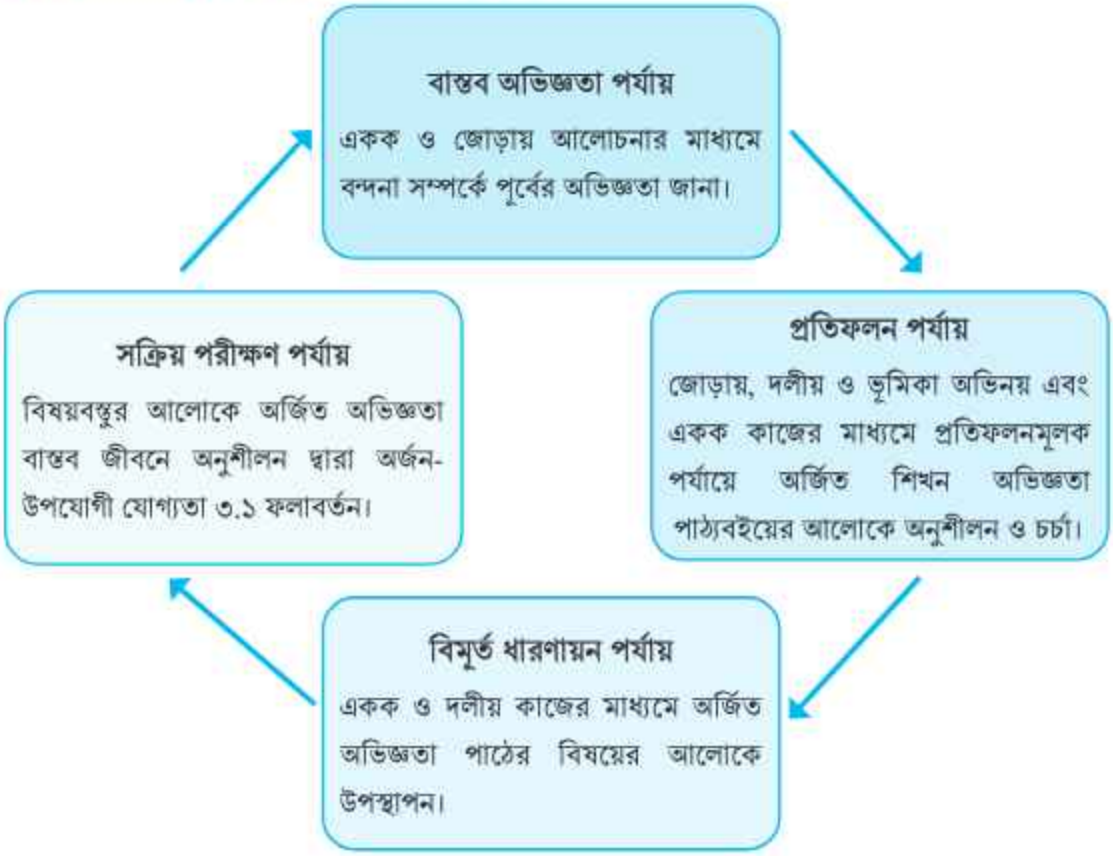


## পাঠ বিভাজন: ৪ (৭-১০ সেশনে ৪ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ৭

# পাঠ শিরোনাম: বন্দনা পরিচিতি

## শিখনফল

৩.১.১ বন্দনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, বন্দনার ছবি, বন্দনা বিষয়ক ভিডিয়ো প্রভৃতি

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠ শিরোনাম লিখবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন।

- তোমরা প্রতিদিন বাড়িতে বা বাসায় মা-বাবার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা কোন কাজটি করো? এর মাধ্যমে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের অংশমূলক কাজ-১২, শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ দিয়ে জানতে চেষ্টা করবেন।

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১-২ মিনিট অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন বা উত্তর বলে দিবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

-আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বন্দনা সম্পর্কে জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- বন্দনা কী বা বন্দনা সম্পর্কে আমরা কী জানি?

## দলগত কাজ: ভূমিকাভিনয়

বন্দনার একটি ছবি দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এরপরে বন্দনা বিষয়ক ভিডিয়ো প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। এরপর ছবি ও ভিডিয়ো থেকে দেখা কার্যক্রম সম্পর্কে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষক ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে চিত্রের কার্যক্রম দেখাতে সহযোগিতা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৮। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন।

১০। দলীয় উপস্থাপনার সময় শিক্ষক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১১। সময়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কয়েকটি দলকে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে বন্দনা দেখাতে বলবেন।

১২। অন্যদলের শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দিবেন।

১৩। পরিশেষে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা মিলেমিশে কোন কাজটি করেন?
- আমরা কোথায়, কোথায় বন্দনা করি?

১৪। কয়েকজনের উত্তর শুনতে চেষ্টা করবেন এবং উত্তর দিতে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

১৫। পাঠের নিম্নে বর্ণিত সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখবেন। আমরা আজ জানলাম, বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা মিলিতভাবে বাড়িতে বা বৌদ্ধ বিহারে বন্দনা নিবেদন করেন। বন্দনা দ্বারা মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। পরস্পরের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। মন প্রসন্ন থাকে।

১৬। শিক্ষার্থীদের এবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন। উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।

১৭। পরিশেষে প্রতিদিন বন্দনা নিবেদনের উপদেশ দিয়ে পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

## সেশন: ৮

## পাঠ শিরোনাম: পালি ও বাংলায় ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা

### শিখনফল

৩.১.২ অর্থসহ পালিতে ও বাংলায় কয়েকটি বন্দনা বলতে ও লিখতে পারা।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, বিভিন্ন বন্দনার তালিকা, ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনার ভিডিয়ো, ছবি এবং পালি ও বাংলায় লিখিত পোস্টার।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠ শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য পাঠ্যবইয়ের ছবি (পৃষ্ঠা-১৮) প্রদর্শন করে

জিজ্ঞেস করতে পারেন।

- ছবিটি কীসের?
- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?

৪। উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে পারেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ মিনিট অপেক্ষা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন।

৬। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন।

৭। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন

- পালি ও বাংলায় ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা।

## জোড়ায় কাজ: ধারণা চিত্র ও ভূমিকাভিনয়

৮। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় দল গঠন করে কাজে সম্পৃক্ত করাবেন।

৯। শিক্ষক বোর্ডে ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনার ছবি প্রদর্শন করবেন। ভিডিয়ো এর মাধ্যমে বন্দনার ধারণকৃত অংশ প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবি ও ভিডিয়ো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। অতঃপর উপর্যুক্ত বন্দনা সম্পর্কে ২-৩ মিনিট জোড়ায় চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের দিকে ভালো করে গুরুত্ব দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। সময় শেষে ৩-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের প্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** জোড়ায় ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: তালিকা তৈরি ও ভূমিকাভিনয়

১০। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন। বিভিন্ন দলকে ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা পালি ও বাংলায় আবৃত্তির অনুশীলন করতে বলবেন।

১১। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১২। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৩। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৪। বিদ্যালয়ের নিকটের বৌদ্ধ বিহার থাকলে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে অনুশীলন করাতে পারেন।

১৫। দলগত উপস্থাপনের পরে অন্যদের মতামত শুনবেন।

১৬। শিক্ষক পুনরায় দলগত কাজের মাধ্যমে পোস্টারে উক্ত তিনটি বন্দনার পালি ও বাংলায় তালিকা তৈরি

করতে বলবেন। কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিবেন।

১৭। কাজ শেষে দলগত পোস্টার উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন।

১৮। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

১৯। শিক্ষক পাঠের নিম্নোক্ত সার সংক্ষেপ বোর্ডে লিখবেন। আজকে আমরা পালিতে ও বাংলায় ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে শিখলাম। পূজনীয় ভিক্ষুর প্রতি কায়মনোবাক্যে বন্দনা নিবেদন করতে হয়। মাতৃ ও পিতৃ বন্দনাও অনুরূপভাবে করতে হয়। এর মাধ্যমে পূজনীয় ভিক্ষু ও মাতা-পিতার প্রতি অসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

২০। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পুনরায় পাঠের সার সংক্ষেপ শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

২১। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ৯

## পাঠ শিরোনাম: বন্দনার নিয়মাবলি

### শিখনফল

৩.১.৩ বন্দনার নিয়ম বলতে ও লিখতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, বন্দনার নিয়মসংবলিত ছবিসহ পোস্টার, ভিডিয়ো

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। এরপর পূর্বজ্ঞান ও পূর্বপাঠের অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য জানতে চাইতে পারেন

- তোমরা বাড়িতে প্রাত্যহিক কোন কোন বন্দনা নিবেদন করো?
- কয়েকটি বন্দনার নাম বলো।
- তোমরা কীভাবে বন্দনা নিবেদন করো?

৩। উত্তর জানার জন্য শিক্ষক ১-২ মিনিট সময় দিবেন। সময় শেষে কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শোনার চেষ্টা করবেন।

৪। অন্য শিক্ষার্থীর মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিবেন। প্রয়োজনে উত্তর দিতে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন

- বন্দনার নিয়মাবলি

**জোড়ায় কাজ:** অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫- এর আলোকে (পৃষ্ঠা-২১)

৬। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করে বসার ব্যবস্থা করবেন।

৭। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫ এর আলোকে মিলকরণ সংক্রান্ত কাজটি করে উপস্থাপন করার জন্য ৭ মিনিট সময় দিবেন।

৮। জোড়ায় কাজ করার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৯। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কয়েকটি জোড়ার উপস্থাপন শুনবেন।

১০। অন্য শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত কাজের সত্যতা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে সঠিক উত্তর নিশ্চিত করতে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** জোড়ায় ও একক কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## একক কাজ: সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ

১১। শিক্ষক একক কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬ (পৃষ্ঠা-২১) শিক্ষার্থীর দ্বারা করাবেন। শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন।

১২। কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কয়েকজনের উত্তর শুনবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতামত দিতে বলবেন। শিক্ষক অন্য শিক্ষার্থীর মতামতকে গুরুত্ব দিবেন।

১৩। শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে উত্তর যাচাই করে নিতে পারেন

- বন্দনা করার পূর্বে কী কী করতে হয়?
- কী রকম চিত্তে বন্দনা নিবেদন করতে হয়?
- বন্দনা শেষে কাদের প্রণাম নিবেদন করতে হয়?

১৪। শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তরগুলো যাচাই করে নিবেন, অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। সঠিক উত্তর প্রদানে সহায়তা দিবেন।

১৫। শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখবেন। "আজকে আমরা বন্দনা নিবেদনের নিয়মাবলি সম্পর্কে জানলাম। বিহারে বা গৃহে নিয়ম অনুসরণ করে বন্দনা নিবেদন করতে হয়। বন্দনার পূর্বে হাত, পা, মুখ ধৌত করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হয়। কুশল চিত্তে বন্দনা নিবেদন করতে হয়। বন্দনা শেষে বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়।"

১৬। শিক্ষক পুনরায় পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

১৭। আজকের পাঠের আলোকে পরবর্তী পাঠের প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকার্যক্রম সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ১০

## পাঠ শিরোনাম: বন্দনার সুফল

### শিখনফল

৩.১.৪ বন্দনার সুফল লিখতে পারবে।

৩.১.৫ বন্দনার সুফল জেনে সদাচারী ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রর্দশন করতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, পোস্টারের মাধ্যমে তালিকা ও ভিডিয়ো প্রদর্শন প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠের অধ্যায় ও শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন

- যারা প্রতিদিন বন্দনা করেন তাদের আচার-আচরণ কেমন?
- বন্দনার দ্বারা তোমাদের মনের কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

৪। চিন্তা করার জন্য ১ মিনিট সময় দিবেন। সময় শেষ হলে ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয় তাহলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন বা উত্তর বলে দিবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বন্দনার সুফল সম্পর্কে জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- বন্দনা করলে কী কী সুফল পাওয়া যায়।

### দলগত কাজ: মাথা খাটানো

৮। অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৭ (পৃষ্ঠা-২২) শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে করাবেন।

৯। অংশগ্রহণমূলক কাজটি পাঠ্যবইতে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দিবেন।

১০। কাজটি করার জন্য ৭ মিনিট সময় দিবেন। কাজটি করার সময় প্রত্যেক জোড়ার সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১১। সময় শেষে কয়েকটি দলগত কাজের উপস্থাপন শুনবেন।

১২। দলগত উপস্থাপনের সময় অন্য শিক্ষার্থীর মতামতের উপর গুরুত্ব দিবেন। প্রয়োজনে সঠিক উত্তর প্রদানে সহযোগিতা করবেন।

১৩। দলগত উপস্থাপনায় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বন্দনার সুফল যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

**বিশেষ নির্দেশনা:** দলগত ও একক কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## একক কাজ: শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়

১৪। অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৮ (পৃষ্ঠা ২২) করার লক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজ ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন।

১৫। কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে দেখবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

১৬। নির্দিষ্ট সময় শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রদত্ত কাজের উপস্থাপন শুনবেন।

১৭। উপস্থাপনের সময় অন্য শিক্ষার্থীর মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিবেন। সঠিক উত্তর প্রতিফলিত না হলে শিক্ষক যথাযথ সহযোগিতা দিবেন।

১৮। পাঠের নিম্নে বর্ণিত সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখে পড়ে শোনাবেন

- আমরা আজ জানলাম বন্দনা করলে মন প্রসন্ন থাকে। চরিত্র সুন্দর হয়। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি মমত্ব বাড়ে। আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৯। শিক্ষার্থীদের আবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।

২০। পরিশেষে, পরবর্তী পাঠের প্রস্তুতিমূলক নির্দেশনা দিয়ে পাঠ সমাপ্ত ঘোষণা করবে।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

# বন্দনা

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ৩.১ নিত্যপালনীয় ধর্মীয় আচার অনুশীলনের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হতে পারা। | **PI-5** | **08.03.01.05** নিত্যপালনীয় ধর্মীয় আচার অনুশীলনের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে। | বন্দনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নিত্যপালনীয় ধর্মীয় আচার অনুশীলন দ্বারা পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছে। | নানারকম বন্দনা আয়ত্ত করে নিত্যপালনীয় আচার অনুশীলনের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণ এবং শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছে। | নিত্যপালনীয় আচার প্রত্যহ অনুশীলনের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ন এবং পারস্পারিক শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে পেরেছে। |

চতুর্থ অধ্যায়

# পঞ্চশীল

## এই অধ্যায়ে যা আছে-

- শীল
- পঞ্চশীল
- পঞ্চশীল প্রার্থনা
- পঞ্চশীলের গুরুত্ব

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.২ নিত্যপালনীয় ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক প্রাত্যহিক জীবনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

প্রাত্যহিক সকাল-সন্ধ্যা পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিজ জীবনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতার মনোভাব গড়ে উঠবে, যা সহপাঠী, পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের নিকট অনুকরণীয় হবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

৩.২.১ 'শীল' সম্পর্কে বলতে পারবে।

৩.২.২ 'পঞ্চশীল' লিখতে পারবে।

৩.২.৩ 'পঞ্চশীল' প্রার্থনা করতে পারবে।

৩.২.৪ পঞ্চশীলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩.২.৫ পঞ্চশীলের গুরুত্ব জেনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে পারবে।

**মূল্যায়ন:** শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম সব সময় চলমান মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

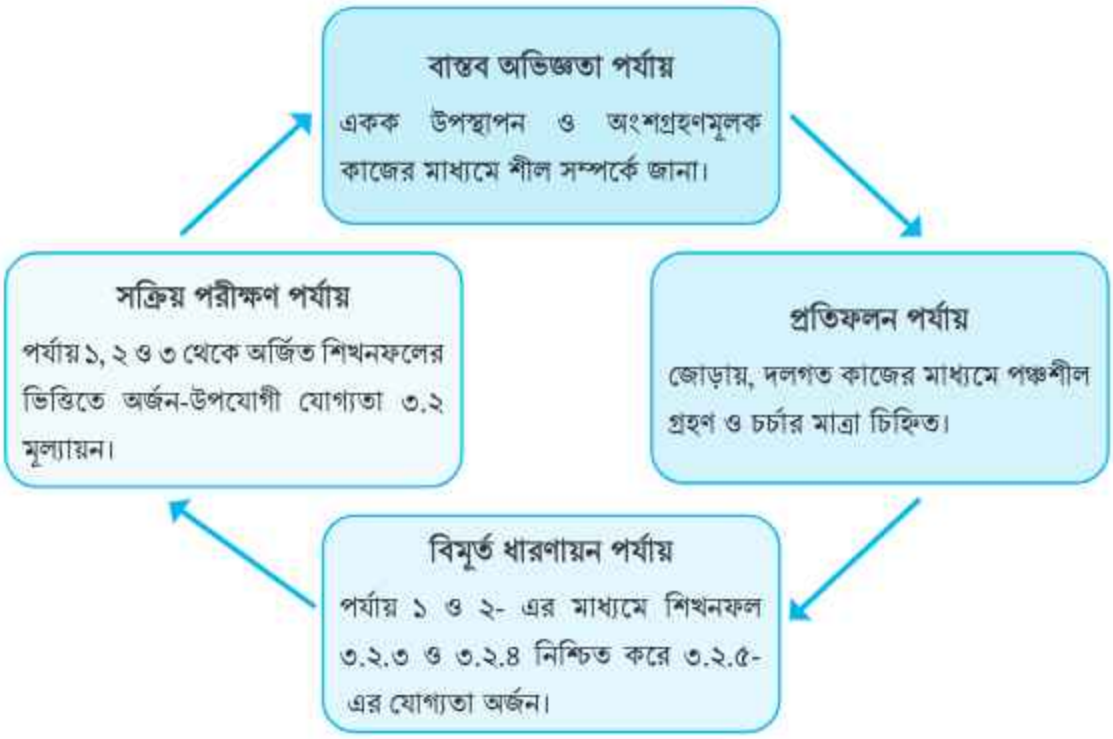


**সেশন বিভাজন:** ৩ (১১-১৩ সেশনে ৩ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ১১

## পাঠের শিরোনাম: শীল

### শিখনফল

৩.২.১ শীল সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, পোস্টার, ভিডিয়ো প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- তোমরা বন্দনার পরে ধর্মীয় কোন কাজটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকো?
- ধর্মীয় কোন কুশল কাজটি অনুশীলন করলে জীবন সুন্দর হয়?

৪। উত্তর শোনার জন্য শিক্ষক ২ মিনিট সময় দিবেন। এই সময়ে শিক্ষক প্রশ্নের আলোকে উত্তর দিতে বিভিন্ন উদাহরণ, উপমা দিয়ে সহায়তা করবেন, যেমন- মিথ্যা কথা বলা উচিত কি না? না বলে কারো জিনিস নিলে মা-বাবা কিছু বলেন কি না? ইত্যাদি।

৫। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। অন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন।

৬। অতঃপর শিক্ষার্থীর উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বোর্ডে লিখবেন।

৭। এরপর শিক্ষক শীল সম্পর্কিত পোস্টার প্রদর্শন করবেন এবং ভিডিয়ো প্রদর্শনের মাধ্যমে শীল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করাবেন। এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষ পাঠ করতে পারেন।

### একক কাজ: অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৯ [শূন্যস্থান পূরণ] (পৃষ্ঠা-২৪)

৮। বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষক কাজটি ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন যাতে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

৯। কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন যাতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সঙ্গে কাজটি করে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন।

১০। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাজ দেখবেন প্রয়োজনে উপস্থাপন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন এবং সঠিক উত্তর নিশ্চিত করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক কাজ ও জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

**জোড়ায় কাজ:** (অংশগ্রহণমূলক অতিরিক্ত কাজ) পূজনীয় ভিক্ষু কর্তৃক 'শীল' সম্পর্কে দেশনা শুনে সুবলের মনে কী পরিবর্তন আসলো সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১১। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করে কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন। কাজের ধরনটি শিক্ষার্থী ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। ঘুরে ঘুরে দেখে জোড়ায় কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

১২। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কয়েকটি জোড়ার উপস্থাপন শুনবেন এবং অন্য জোড়ার কয়েকজনকে মতামত দিতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সঠিক উত্তর বলতে সহায়তা করবেন।

১৩। শিক্ষক সঠিক উত্তর সংক্ষেপে বোর্ডে লিখবেন। তা শিক্ষার্থীদের নোট খাতায় লিখতে বলবেন।

১৪। পরবর্তী সময়ে শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীর উদ্দেশে পাঠ করে শোনাবেন।

১৫। কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পুনরায় উত্তর যাচাই করবেন। অন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সক্রিয় মতামত যাচাই করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্ত ঘোষণা করবেন।

## সেশন: ১২

## পাঠের শিরোনাম: পঞ্চশীল ও পঞ্চশীল প্রার্থনা

### শিখনফল

৩.২.২ 'পঞ্চশীল' লিখতে পারবে।

৩.২.৩ 'পঞ্চশীল' প্রার্থনা করতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, পঞ্চশীল গ্রহণের পোস্টার চিত্র, ভিডিয়ো প্রদর্শন

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারেন

- বৌদ্ধধর্মে নিয়ম-নীতি পালন করাকে কী বলা হয়?
- বাসায় বা বাড়িতে তোমরা প্রাত্যহিক কোন শীল গ্রহণ করে থাকো?

৪। শিক্ষার্থীদের দুই মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। সময় শেষে ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দিলে ২ বা ৩ জন শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। কোনো শিক্ষার্থী উত্তর দিতে না পারলে তার প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীর উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। যেমন- মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য গৌতম বুদ্ধ কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। সেগুলোকে শীল বলা হয়। এখানে চরিত্র বলতে মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, প্রাণী হত্যা না করা, এগুলোকে বোঝায়। ত্রিপিটকে বহু প্রকার শীলের কথা উল্লেখ আছে। আমরা এই পাঠে পঞ্চশীল ও পঞ্চশীল প্রার্থনা সম্পর্কে জানব।

৭। এরপরে শিক্ষক আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- পঞ্চশীল প্রার্থনা ও পঞ্চশীল সম্পর্কে আমরা কী জানি?

## দলগত কাজ: ভূমিকাভিনয়

৮। শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক কাজ ২০ (পৃষ্ঠা-২৭) ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। দলগত কাজে যাতে প্রত্যেকে মাথা খাটায় সেভাবে শিক্ষক নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েক দলে বিভক্ত করবেন। কাজটি করার জন্য ৭ মিনিট সময় দিবেন।

৯। প্রয়োজনে শিক্ষক বিষয়বস্তু একজন শিক্ষার্থী দ্বারা পাঠ করাবেন এবং ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলবেন।

১০। এরপর শিক্ষক বিষয়বস্তুর কঠিন শব্দার্থ ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন।

১১। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে কাজের প্রতি মনোযোগী থাকে শিক্ষক সেই দিকে বিশেষ নজর দিবেন।

১২। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কয়েকটি দলের কাছ থেকে ফলাবর্তন নেবেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত মূল্যায়ন করবেন। সুযোগ থাকলে পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধ বিহারেও কাজটি করানো যাবে।

**বিশেষ নির্দেশনা:** দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

১৩। প্রয়োজনে বাসায় বা বাড়িতে ভাই বোনদের নিয়ে দলগত কাজটি চর্চা করতে বলবেন।

১৪। অতঃপর শিক্ষক পাঠের সারমর্ম বোর্ডে লিখবেন এবং বলবেন। তা হলে আজ আমরা পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালনের নিয়মগুলো সম্পর্কে জানলাম। প্রতিদিন আমরা বাড়িতে অথবা বাসায় অথবা বৌদ্ধ বিহারে পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন করব।

১৫। কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পুনরায় মূল বিষয়বস্তু যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।

১৬। পরিশেষে পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা দিয়ে পাঠ সমাপ্তি করবেন।

## সেশন: ১৩

## পাঠের শিরোনাম: পঞ্চশীলের গুরুত্ব

### শিখনফল

৩.২.৪ পঞ্চশীলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩.২.৫ পঞ্চশীলের গুরুত্ব জেনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতার পোস্টার, ভিডিয়ো প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারেন।

- পঞ্চশীল কী কী বলো?
- আমরা পঞ্চশীল পালন করি কেন?

৪। শিক্ষার্থীদের দুই মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। সময় শেষে ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী উত্তর দিতে অপারগ হলে ২ বা ৩ জন শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। যে শিক্ষার্থী উত্তর দেবে তার প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীর উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। যেমন-মানবজীবনে পঞ্চশীলের গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চশীল মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। পরিবার ও সমাজ জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি আনয়ন করে। ত্রিপিটকে বহু প্রকার শীলের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আমরা এই পাঠে পঞ্চশীলের গুরুত্ব সম্পর্কে জানব।

৭। এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- আজ আমরা পঞ্চশীলের গুরুত্ব সম্পর্কে জানব।

### একক কাজ: ধারণা চিত্র

৮। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২১ (পৃষ্ঠা-২৮) শিক্ষার্থীদের ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন।

৯। শিক্ষক বোর্ডে ধারণা চিত্রের নমুনা করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজটি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করবেন।

১০। কাজটি করার সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগের প্রতি বিশেষ নজর দিবেন। কাজটি করার জন্য পাঁচ মিনিট

সময় দিবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষে একেকজন শিক্ষার্থীর দ্বারা একেকটি খালি ঘর পূরণ করে পুরো সাইকেলের কাজ সম্পন্ন করাবেন।

১২। এক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত মূল্যায়ন করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক কাজ ও জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন

## জোড়ায় কাজ: বাক্য লিখন (বাস্তব প্রতিফলন)

১৩। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২২ (পৃষ্ঠা ২৮) করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি জোড়ায় বিভক্ত করবেন।

১৪। বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষক কাজটি ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। কাজটি করার জন্য ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন। কাজটি চলাকালে শিক্ষক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কাজটি পোস্টার পেপারে করতে পারলে ভালো হয়।

১৫। নির্দিষ্ট সময় শেষে কয়েকটি জোড়ায় উপস্থাপন শুনবেন। অন্যান্য দলের বা শিক্ষার্থীর মতামত মূল্যায়ন করবেন।

১৬। শিক্ষক পাঠের নিম্নে বর্ণিত সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখে পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের নোট খাতায় লিখতে বলবেন।

আমরা আজ জানলাম আমাদের সকলের জন্য পঞ্চশীলের গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চশীল পালন ও অনুশীলন দ্বারা জীবন সুন্দর হয়। মনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা সৃষ্টি হয়। এটা সকলের জন্য মঙ্গলজনক।

১৭। শিক্ষার্থীর কয়েকজনকে আবার মূল প্রশ্নটি করে উত্তর যাচাই করবেন। প্রয়োজনে নিজে সহযোগিতা করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

## পঞ্চশীল

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ৩.২ নিত্যপালনীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রাত্যহিক জীবনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে পারা। | **PI-8** | **08.03.01.08** নিত্যপালনীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রাত্যহিক জীবনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে পারছে। | পঞ্চশীল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিত্যপালনীয় ধর্মীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে। | পঞ্চশীল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিত্যপালনীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রাত্যহিক জীবনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলনে আগ্রহী হতে পেরেছে। | পঞ্চশীল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিত্যপালনীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রাত্যহিক জীবনে সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে পেরেছে। |

পঞ্চম অধ্যায়

# সংঘদান

## এ অধ্যায়ে যা আছে-

- সংঘ ও সংঘদান
- সংঘদানের উপকরণ
- সংঘদানের উৎসর্গ গাথা
- সংঘদানের সুফল
- দান কাহিনি

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.৩. দানের উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে ত্যাগ , উদারতা ও পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৩.৩ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে দান ও দানের সুফল বা উপকারিতা জানতে হবে। দান ও দানের সুফল বা উপকারিতা জানার মাধ্যমে নিজ জীবনে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, কুইজ দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

৩.৩.১. 'সংঘ' ও 'সংঘদান' সম্পর্কে বলতে পারবে।

৩.৩.২. সংঘদানের উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করতে পারবে।

৩.৩.৩. সংঘদানের উপকরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৩.৩.৪. সংঘদানের সুফল লিখতে পারবে।

৩.৩.৫. ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের কাহিনি বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৩.৬. সংঘদানের সুফল জেনে ত্যাগ , উদারতা ও পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

## মূল্যায়ন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ২.৩ অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কার্যক্রম সব সময় চলমান মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলনমূলক পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

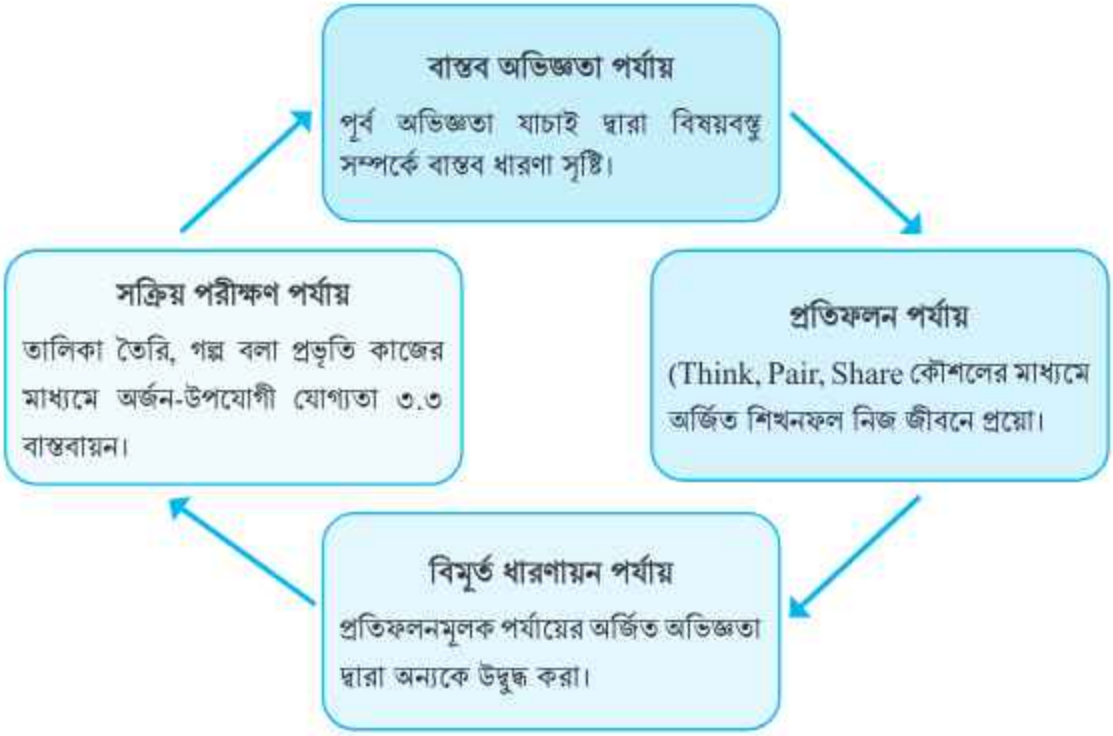


**পাঠ বিভাজন:** ৪ (১৪-১৭ সেশনে বা ৪ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ১৪

## পাঠ শিরোনাম: সংঘ ও সংঘদান

### শিখনফল

৩.৩.১. 'সংঘ' ও 'সংঘদান' সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** আর্ট পেপার, সাইনপেন/চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, সংঘদানের চিত্র, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ইত্যাদি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- দান কি তোমরা জান, আমরা কাকে দান করি?
- বৌদ্ধরা সংঘকে কী কী দান করেন?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

সংঘ ও সংঘদান কী? আজকের পাঠের মূল বিষয়। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- সংঘ কী?
- সংঘদান কী?
- সংঘদান করার নিয়ম কী?

### একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে পাঠ্যবইয়ের চিত্র ১১ সংঘদানের ছবি প্রদর্শন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছবি নিয়ে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে

৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে তারা? উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## জোড়ায় কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চিত্রের আলোকে অংশগ্রহলমূলক কাজ-২৩ জোড়ায় করতে নির্দেশ দিবেন।

৯। এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে নেবেন।

১০। বিষয় পর্যালোচনা করে জোড়ায় দানীয় বস্তুর তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

১১। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন-

"ছবিটি কীসের? ছবিতে কী দেখানো হয়েছে? ভিক্ষুসংঘের নিকট কী কী দানীয় বস্তুর ছবি দেখতে পাচ্ছো?" ইত্যাদি দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১২। জোড়ায় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৩। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৪। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন

- দান কী, বৌদ্ধধর্মমতে কাদেরকে দান করা উত্তম?
- বৌদ্ধদের কয় ধরণের দানানুষ্ঠান রয়েছে ও কী কী?
- সংঘ ও সংঘদান কী?
- সংঘদান করার নিয়ম কী?

১৫। পাঠ্যবইয়ে দেয়া অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৪ এককভাবে পাঠের বিষয়ের আলোকে শূন্যস্থান পূরণ করাবেন।

১৬। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন:

তাহলে আজকে আমরা জানলাম যে-বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। নিঃস্বার্থভাবে অপরকে যা দেয়া হয় তা-ই দান যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তিকে দান করা যায়। বৌদ্ধধর্ম মতে ভিক্ষুসংঘকে দান করা হচ্ছে উত্তম দান। পাঁচজন বা তার অধিক ভিক্ষুকে ভিক্ষুসংঘ বলা হয়। সাধারণত ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান দেওয়া হয়, তাকে সংঘদান বলে। যেকোনো সময় বিহারে বা গৃহে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। সংঘদান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুদের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ভিক্ষুকে সভাপতি নির্বাচন করা হয় এবং তিনি সংঘদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের পক্ষ থেকে একজন পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন। এরপর একজন ভিক্ষু

ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রদান করেন এবং সংঘদানের উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করেন।

১৭। শিক্ষার্থীকে এবার বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৮। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ১৫

## পাঠ শিরোনাম: সংঘদানের উপকরণ, সংঘদানের উৎসর্গ গাথা, সংঘদানের সুফল

### শিখনফল:

৩.৩.২ সংঘদানের উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করতে পারবে।

৩.৩.৩ সংঘদানের উপকরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৩.৩.৪ সংঘদানের সুফল লিখতে পারবে।

**উপকরণ:** আর্ট পেপার, সাইনপেন/চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, সংঘদানের চিত্র, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করবেন

- সংঘদান কীভাবে করতে হয়?
- তোমরা কি কখনো কোনো সংঘদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেছ?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে না পারে, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবে

- সংঘদানের উপকরণ, সংঘদানের উৎসর্গ গাথা, সংঘদানের সুফল প্রভৃতি আজকের পাঠের আলোচ্য বিষয়। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবে

- সংঘদানের উপকরণ কী কী?
- সংঘদানের উৎসর্গ গাথা কী?
- সংঘদানের সুফল কী?

## একক কাজ: (অতিরিক্ত)

শিক্ষক বোর্ডে পাঠ্যবইয়ের ৩১নম্বর পৃষ্ঠার সংঘদানের উপকরণ ও সংঘদানের উৎসর্গ গাথা (বাংলা অর্থসহ) অনুচ্ছেদটি সরব পাঠ করবেন। সরব পাঠের পর শিক্ষার্থীদের ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবেন তারা বুঝতে পেরেছে কি না। অতঃপর চিত্র নিয়ে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন চিত্রে কী দেখতে পাচ্ছো তোমরা? উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: বাক্য লিখন ও তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের সংঘদান, সংঘদানের উপকরণ ও সুফল পাঠগুলো পড়তে বলবেন।

৯। এরপর অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৫ এবং ২৭ দলগতভাবে করতে বলবেন।

১০। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩-৪টি দলে বিভক্ত করে দিবেন।

১১। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন- দলে আলোচনা করে নিজেদের দেখা সংঘদান সম্পর্কে প্রত্যেক দলকে ৫টি করে বাক্য লিখতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১২। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৩। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৪। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে পূর্বক্ত প্রশ্নগুলো করবেন

- সংঘদানের উপকরণ কী কী?
- সংঘদানের উৎসর্গ গাথা কী?
- সংঘদানের সুফল কী?

১৫। পরবর্তী সময়ে পাঠ্যবইয়ে দেয়া অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৭: সংঘদানের উৎসর্গ গাথা ভূমিকাভিনয়ে একক বা দলে আবৃত্তি করাবেন।

১৬। সংঘদানের উৎসর্গ গাথা শুদ্ধভাবে পালিতে আবৃত্তি করতে সহায়তা করবেন।

১৭। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শুনবেন তাহলে আজকে আমরা জানলাম সংঘদানে অনেক কিছুই দান করা যায়। সাধারণত সংঘদানে ভিক্ষুসংঘের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা হয়। যেমন: খাদ্যদ্রব্য, চীবর, ঔষধ, সাবান, পাদুকা, পানীয়, বই, খাতা, কলম, পেনসিল, তোষক, কম্বল, টিসু, পেপার, সাবান, তোয়ালে, সুঁই-সুতা, গ্লাস, পানির পাত্র, চায়ের কাপ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। সংঘদানে উৎসর্গগাথা আবৃত্তি করে দানীয় বস্তুসমূহ দান করতে হয়।''

১৮। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৯। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং যেকোনো সংঘদানে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ১৬

## পাঠ শিরোনাম: দান কাহিনি

### শিখনফল

৩.৩.৫ ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের কাহিনি বর্ণনা করতে পারবে।

**উপকরণ:** আর্ট পেপার, সাইনপেন/চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- তোমরা কি কখনো কাউকে কিছু দান করেছ?
- কাউকে কিছু দান করতে দেখেছ?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ২০-২৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- অনেক ব্যক্তি নিজে দান করেন, কিন্তু অন্যকে দান করতে উৎসাহিত করেন না, নিজে দান করেন না, অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন; নিজে দান করেন না, অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন না- এ বিষয়ে কশ্যপ বুদ্ধ কী বলেছিলেন তার প্রেক্ষিতে যে কাহিনি রচিত হয়েছে তা জেনে কীভাবে ত্যাগী, উদার ও পরোপকারী হয়ে উঠব তা আজকের পাঠের বিবেচ্য বিষয়। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- যে ব্যক্তি নিজে দান করেন, কিন্তু অন্যকে দান করতে উৎসাহিত করেন না, তার ফল কী হয়?
- যে ব্যক্তি নিজে দান করেন না, কিন্তু অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন, তার কী ফল হয়?
- যে ব্যক্তি নিজে দান করেন না এবং অন্যকেও দান দিতে উৎসাহিত করেন না তার কী ফল হয়?

## একক কাজ: সরব পাঠ (অতিরিক্ত)

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৩৩ ও ৩৪ নম্বর পৃষ্ঠার 'একবার বারণসীতে ------ মন স্থির করলেন' পর্যন্ত সরব পাঠ দিবেন। সরব পাঠের পর শিক্ষার্থীদের ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবেন তারা বুঝতে পেরেছে কি না। ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** সরব পাঠ ও একক কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## একক কাজ: বাক্য লিখন

৮। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৮ এককভাবে সংঘদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখতে নির্দেশনা দিবেন।

৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

১০। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন-

- দলে আলোচনা করে "বারাণসীর এক পণ্ডিত কীভাবে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই দান করার জন্য তিনি কী কী কাজ করেছিলেন, কে দানানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন এবং কেন? পরে তিনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?" তা দলে আলোচনা করে প্রত্যেক দলকে কয়েকটি বাক্যে লিখতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১১। দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন দলের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৩। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রশ্ন করবেন:

- বারাণসীর এক পন্ডিত কীভাবে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
- সেই দান করার জন্য ঐ পন্ডিত ব্যক্তি কী কী কাজ করেছিলেন?
- কে দানানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন এবং কেন?

১৪। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন-

আজকে আমরা জানলাম যে, জগতে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজে দান দেন, কিন্তু অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন না। এর ফলে তারা নিজেরা পুণ্য সম্পদ লাভ করেন, কিন্তু একটি সুন্দর পরিবার লাভ করেন না। আবার অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা নিজে দান করেন না, কিন্তু অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন। এর ফলে তারা পরিবার লাভ করেন, কিন্তু পুণ্য সম্পদ লাভ করেন না। অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজে দান করেন না এবং অন্যকেও দান দিতে উৎসাহিত করেন না। তারা কোনো সম্পদই লাভ করেন না। তারা দরিদ্র জীবনযাপন করেন। অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজে দান করেন এবং অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন। তাঁরা পুণ্য সম্পদ, সুন্দর পরিবার, যশ-খ্যাতি এবং সকলের ভালোবাসা লাভ করেন।

১৫। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং যেকোনো সংঘদানে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ১৭

## পাঠ শিরোনাম: দান কাহিনি

### শিখনফল

৩.৩.৫. ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের কাহিনি বর্ণনা করতে পারবে।

**উপকরণ:** আর্ট পেপার, সাইনপেন/চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড , ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন:

- যে ব্যক্তি নিজে দান করেন, কিন্তু অন্যকে দান করতে উৎসাহিত করেন না, তার ফল কী হয়?
- বারাণসীর এক পন্ডিত কীভাবে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন 'নিজে পরিশ্রম করে উপার্জন করে দান করলে সে দানের সুফল পাওয়া যায়।'

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন-

- মহাদুর্গত ও তার স্ত্রী কয়জন ভিক্ষুকে দান দেয়ার জন্য দিনমজুরি করা শুরু করেছিল?
- মহাদুর্গত মনোকষ্ট পেলেন কেন?
- সকলে মহাদুর্গতকে কশ্যপ বুদ্ধ (যিনি সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন) এর কাছে কেন যেতে বলেছিলেন?
- কশ্যপ বুদ্ধ কী দেখে মহাদুর্গতের দান গ্রহণ করেছিলেন?
- কশ্যপ বুদ্ধকে দান দিতে দেখে উপস্থিত সকলে মহাদুর্গতকে কীসের লোভ দেখিয়ে অন্যান্য ভিক্ষুকে দান দিতে বলেছিল?
- মহাদুর্গত লোভ না করে কী করতে মনস্থির করেছিল?
- গ্রামবাসীরা মহাদুর্গতকে কী করেছিল?

## একক কাজ: সরব পাঠ

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৩৪ নম্বর পৃষ্ঠার ''এরপর মহাদুর্গত ও তার স্ত্রী ---- ভালো কাজ করানো যায়'' পর্যন্ত সরব পাঠ দিবেন। সরব পাঠের পর শিক্ষার্থীদের ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবেন তারা বুঝতে পেরেছে কি না। অতঃপর ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: প্রশ্নোত্তর পর্ব (অতিরিক্ত)

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪টি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন:

ক) মহাদুর্গত ও তার স্ত্রী কয়জন ভিক্ষুকে দান দিতে দিনমজুরি করতে গেলেন?

খ) পন্ডিত ব্যক্তি কী ভুলে গিয়েছিলেন?

গ) সকলে মহাদুর্গতকে কশ্যপ বুদ্ধ (যিনি সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন)- এর কাছে কেন যেতে বলেছিলেন?

ঘ) কশ্যপ বুদ্ধ (যিনি সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন) কী দেখে মহাদুর্গতের দান গ্রহণ করেছিলেন?

ঙ) কশ্যপ বুদ্ধকে দান দিতে দেখে উপস্থিত সকলে মহাদুর্গতকে কীসের লোভ দেখিয়ে অন্যান্য ভিক্ষুকে দান দিতে বলেছিল?

চ) মহাদুর্গত লোভ না করে কী করতে মনস্থির করেছিলেন?

ছ) গ্রামবাসীরা মহাদুর্গতকে কী করেছিল?

১০। এ কাহিনির মাধ্যমে আমরা কী বুঝতে পারি তা দলে আলোচনা করে প্রত্যেক দলকে দুটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন। ৭-৮ মিনিট সময় দিবেন।

১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে দৈবচয়নে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন

- এ কাহিনির মূল চরিত্রগুলোর নাম বলো।
- এ কাহিনির মূল শিক্ষা কী?

১৩। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন

এ পাঠের মাধ্যমে আজকে আমরা জানলাম যে, নিজের পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ দিয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে দান করা উচিত এবং অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে ভালো কাজ করানো যায়।

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৭। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং যেকোনো সংঘদানে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশিকার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

## সংঘদান

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ৩.৩ দানের উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা। | **PI-4** | **08.03.01.04** দানের উপকারিতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ জীবনে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারছে। | সংঘ ও সংঘদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারে আগ্রহী হতে পেরেছে। | সংঘ ও সংঘদানের উপকারিতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারসহ বিভিন্ন কাজে আগ্রহী হতে পেরেছে। | সংঘ ও সংঘদান অনুশীলনের মাধ্যমে নিজ জীবনে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পেরেছে। |

ষষ্ঠ অধ্যায়

# আদর্শ জীবন চরিত

## এ অধ্যায়ে যা আছে-

- সীবলী থের'র পরিচয় ও গুণাবলি
- মিত্রা থেরী'র পরিচয় ও উপদেশ
- সুজাতার পরিচয়

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ধর্মীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের গৌরবময় ঘটনা জেনে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আদর্শ অনুশীলন করতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

যোগ্যতা ২.১ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের গৌরবময় ঘটনা জেনে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আদর্শ অনুশীলন করতে পারবে। মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন হবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল :** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

২.১.১ সীবলী থের'র পরিচয় লিখতে পারবে।

২.১.২ সীবলী থের'র গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

২.১.৩ মিত্রা থেরীর পরিচয় লিখতে পারবে।

২.১.৪ সীবলী থের ও মিত্রা থেরীর উপদেশ বলতে পারবে।

২.১.৫ সুজাতার পরিচয় লিখতে পারবে।

২.১.৬ উল্লেখিত থের-থেরীদের জীবনাদর্শ জেনে কর্তব্যপরায়ণ ও পরমতসহিষ্ণু হতে পারবে।

## মূল্যায়ন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম সব সময় ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

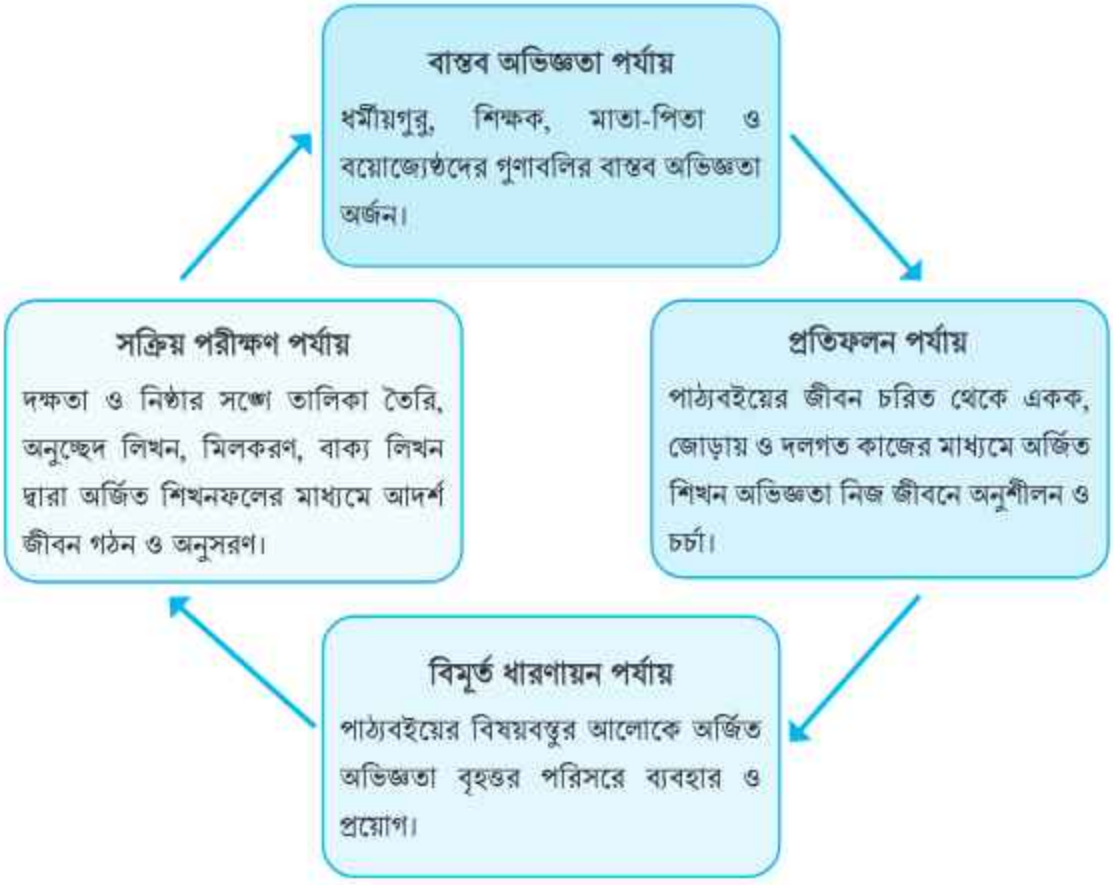


**পাঠ বিভাজনন:** ৪ (১৮-২১ সেশনে ৪ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ১৮

## পাঠ শিরোনাম: সীবলী থের'র পরিচয় ও গুণাবলি

### শিখনফল

২.১.১ সীবলী থের'র পরিচয় লিখতে পারবে।

২.১.২ সীবলী থের'র গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

**উপকরণ :** পাঠ্যবই, সীবলী থের'র ছবি ও গুণাবলি চার্ট এবং ভিডিয়ো চিত্র

### সীবলী থের

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন :

- থের-থেরী সম্পর্কে কী জান?
- কয়েকজন থের-থেরীর নাম বলো?

৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয়, তাহলে যেকোনো এক/দুইজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন :

- আজকে আমরা 'সীবলী থের' সম্পর্কে জানব। 'সীবলী কে ছিলেন?' সীবলী থের'র জীবন ও উপদেশ বাণী পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।'' বিশেষ করে অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৯ : একক কাজ (মিলকরণ) পাঠের মাধ্যমে করাবেন।

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- 'সীবলী থের' সম্পর্কে আমরা কী জানি?

### একক কাজ : মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক সীবলী'র ছবি বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। ছবির ব্যক্তি সম্পর্কে

শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত বিষয় চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা :** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: সীবলী থের'র জীবন, গুণাবলি ও উপদেশ বিষয়ক অনুচ্ছেদ লিখন

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন:

- শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন বা পাঠটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। অতঃপর সীবলীর জীবন, গুণাবলি ও উপদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৩ মিনিট সময় দিবেন। এরপর অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩০ 'সীবলী পূজা' সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখনের নির্দেশনা দিবেন।"

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন :

- সীবলী কে ছিলেন?
- সীবলী পূজার উপকরণ কী কী?
- সীবলীর বিশেষ গুণসমূহ কী?
- সীবলী পরিত্রাণ পাঠ করলে কী হয়?
- সীবলী থের'র উপদেশবাণী পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়?

১৩। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষক বোর্ডে নির্দেশিত ছকে সীবলী থের'র পূজার উপকরণ এবং গুণাবলি ও উপদেশের তালিকা তৈরি করবেন :

| সীবলী থের'র পূজার উপকরণ | সীবলীর গুণাবলি ও উপদেশ |
|---|---|
| ১. | ১. |
| ২. | ২. |
| ৩. | ৩. |
| ৪. | ৪. |

১৪। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

সারসংক্ষেপ : সাধারণত বুদ্ধের সময়ে থেরদের মধ্যে সীবলী ছিলেন লিচ্ছবী বংশের রাজপুত্র। তিনি মহালি কুমার এবং স্ত্রী সুপ্রবাসা সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। সীবলী থের বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন। কর্মফলের প্রভাবে তিনি যা চাইতেন তাই লাভ করতেন। এ কারণে তিনি 'লাভীশ্রেষ্ঠ' নামে পরিচিত ছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে সীবলীকে অনেকে পূজা করে থাকেন। সীবলীর জীবন ও গুণাবলি অনুসরণ করে নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। দান, শীল, মহানুভবতা, পরমতসহিষ্ণুতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করা যায়। তাই সীবলী থের'র জীবনাদর্শ অনুসরণ করা সকলের উচিত।

১৫। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৬। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সীবলী থের'র আদর্শ অনুসরণের গুণ ও উপদেশের কথা বলে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

## সেশন: ১৯

## পাঠ শিরোনাম: মিত্রা থেরী'র পরিচয় ও গুণাবলি

### শিখনফল

২.১.৩ মিত্রা থেরীর পরিচয় লিখতে পারবে।

২.১.৪ সীবলী থের ও মিত্রা থেরীর উপদেশ বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, মিত্রা থেরী ও সীবলী থের'র ছবি ও গুণাবলি চার্ট এবং ভিডিয়ো চিত্র।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন :

- সীবলী থের সম্পর্কে কী জান?
- সীবলী থের'র দুটি গুণাবলি বলো।

৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয়, তাহলে যেকোনো এক/দুইজনকে উত্তর

দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন :

- "আজকে আমরা 'মিত্রা থেরী' সম্পর্কে জানব। 'মিত্রা থেরী-কে ছিলেন?' মিত্রা থেরী'র জীবন ও উপদেশ বাণী পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।"

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন।

- "মিত্রা থেরী'র জীবন ও উপদেশ" সম্পর্কে আমরা কী জানি?

## একক কাজ : মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক মিত্রা থেরী'র ছবি বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। ছবির ব্যক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত বিষয় চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। দুর্বল ও পেছনের সারির শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা :** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৮. শিক্ষক 'মিত্রা থেরী'র পাঠটি পড়ে শোনাবেন এবং অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩১: একক কাজ কুইজ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সঠিক উত্তর বাছাই করবেন।

## একক কাজ: মিত্রা থেরী'র গুণাবলি ও উপদেশ সম্পর্কে ৫ (পাঁচ)টি বাক্য লিখন

৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

১০। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন :

- "শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন বা পাঠটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। অতঃপর, মিত্রা থেরীর জীবনাদর্শ, গুণাবলি ও উপদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৩ মিনিট সময় দিবেন। এরপর অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩২ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।"

১১। কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিবেন।

১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে দল প্রধানকে বলবেন।

১৩। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত কাজের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন :

- মিত্রা কে ছিলেন?
- মিত্রা'র কখন প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল?

- মিত্রা থেরী জগৎ সংসার সম্পর্কে কী উপলব্ধি করেন?
- মিত্রা থেরী'র উপদেশ পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়?

১৪। অতঃপর, পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন:

সারসংক্ষেপ: বুদ্ধের সময়ে মিত্রা থেরী কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, শীলবান ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি সর্বদা সেবা ও কল্যাণ সাধনে ব্রতী ছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয়। এসময় তিনি উপলব্ধি করলেন, স্বর্গ আমার কাম্য নয়। রাগ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ পরিহার করে সর্ব প্রাণীর কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর ব্রত। মিত্রা থেরী'র জীবন ও গুণাবলি অনুসরণ করে নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। সেবা, কল্যাণ, মানবতা, উদারতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করা যায়। তাই মিত্রা থেরী'র জীবনাদর্শ ও উপদেশ অনুসরণ করা সকলের উচিত।

১৫। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষক বোর্ডে নির্দেশিত ছকে মিত্রা থেরী'র গুণাবলি ও উপদেশের তালিকা তৈরি করবেন :

| মিত্রা থেরী'র গুণাবলি ও উপদেশ |
|---|
| ১. |
| ২. |
| ৩. |
| ৪. |

১৬। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৭। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা এবং মিত্রা থেরী'র জীবনাদর্শ ও উপদেশের কথা বলে চলমান পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

## সেশন: ২০

## পাঠ শিরোনাম: সুজাতা'র পরিচয়

### শিখনফল

২.১.৫ সুজাতার পরিচয় লিখতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, বুদ্ধের নিকট সুজাতা'র পায়সান্ন দানের ছবি, উভয়ের গুণাবলি চার্ট এবং জীবনভিত্তিক ভিডিয়ো চিত্র

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- সীবলীকে কেন 'লাভীশ্রেষ্ঠ' বলা হয়?
- মিত্রা থেরী'র উপদেশ কী?
- 'সীবলী পরিত্রাণ সূত্র' পাঠে কী হয়?

৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয়, তাহলে যেকোনো এক/দুইজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- ''আজকে আমরা 'সুজাতা' সম্পর্কে জানব। সুজাতা-কে ছিলেন? সেনানী গ্রাম কোথায়? পূজার বেদি কে পরিষ্কার করতে গিয়েছিল? সুজাতা'র জীবন ও উপদেশ পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।''

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- 'সুজাতা'র জীবন ও উপদেশ' সম্পর্কে আমরা কী জানি?

## একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক মিত্রা থেরী'র ছবি বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। ছবির ব্যক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত বিষয় চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। দুর্বল ও পেছনের সারির শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

**দলগত কাজ:** সিদ্ধার্থ গৌতমকে সুজাতার পায়সান্ন দানের কাহিনি বর্ণনা করো।

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন

- 'শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন বা পাঠটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।

অতঃপর, সুজাতার পরিচয়, সিদ্ধার্থ গৌতমকে পায়সান্ন দানের ঘটনা, সুজাতার জীবনাদর্শ, গুণাবলি ও উপদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৩ মিনিট সময় দিবেন।'

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে দলের একজনকে বলবেন।

১২। উপস্থাপিত কাজের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন :

- সুজাতা কে ছিলেন?
- কার সঙ্গে সুজাতার বিবাহ হয়েছিল?
- সুজাতা কোন পূর্ণিমায় বৃক্ষদেবতাকে পূজা করবেন বলে মনস্থির করেন?
- সুজাতার জীবনাদর্শ ও উপদেশ অনুসরণ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়?

১৩। শিক্ষক বোর্ডে নির্দেশিত ছকে সুজাতার জীবন ও পায়সান্ন দানের কাহিনি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তির নাম, স্থানের নামের তালিকা তৈরি করবেন :

| কয়েকজন ব্যক্তির নাম | কয়েকটি স্থানের নাম |
|---|---|
| ১.<br>২.<br>৩.<br>৪. | ১.<br>২.<br>৩.<br>৪. |

১৪। অতঃপর, পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

সারসংক্ষেপ: উরুবেলার (বর্তমান গয়া) নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা নদীর তীরে সেনানী গ্রামে শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা জন্মগ্রহণ করেন। সুজাতা অত্যন্ত ধার্মিক উপাসিকা ছিলেন। একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম সেনানী গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে এসে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে কিছুক্ষণ ধ্যানরত হলে দাসী পূর্ণা তাঁকে দেখতে পায় এবং সে খবর সুজাতাকে জানান। সুজাতা ঐ দিন তাঁকে পায়েস দান করেন। এ পায়েস গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ গৌতম গয়ার বোধিমূলে ধ্যানেরত হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এ পাঠের মাধ্যমে সুজাতা'র দান, সেবা, মানবতা, উদারতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারি। সুজাতার জীবন কাহিনি ও গুণাবলি অনুসরণ করে নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। তাই সুজাতার'র জীবনাদর্শ ও উপদেশ সকলের অনুসরণ করা উচিত।

১৫। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৬। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং মিত্রা থেরী'র জীবনাদর্শ ও উপদেশের কথা বলে চলমান পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

## সেশন: ২১

## পাঠ শিরোনাম: জীবন চরিত পাঠের সুফল

### শিখনফল

২.১.৬ উল্লেখিত থের-থেরীদের জীবনাদর্শ জেনে কর্তব্যপরায়ণ ও পরমতসহিষ্ণু হতে পারবে।

**উপকরণ:** কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির ছবি, জীবনী ও সুফল বিষয়ক ভিডিয়ো চিত্র

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- সুজাতা সম্পর্কে কী জান?
- কয়েকজন থের-থেরী ও আদর্শবান নারীর নাম বলো।

৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয়, তাহলে যেকোনো এক/দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- ''আজকে আমরা 'জীবন চরিত পাঠের সুফল' সম্পর্কে জানব। মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ কেন করতে হয়? এ ধরনের পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী? আদর্শ জীবন চরিত পাঠে কীভাবে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন, মূল্যবোধ, কর্তব্যপরায়ণ, সদাচারী ও পরমতসহিষ্ণু হওয়া যায় আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।''

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- 'জীবন চরিত পাঠের সুফল' সম্পর্কে আমরা কী জানি?

### একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক 'জীবন চরিত পাঠের সুফল' বিষয়ক টেক্সট মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত বিষয় চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে তাকে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা :** একক ও দলগত কাজ চলাকালে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।]

## দলগত কাজ: মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠে অর্জিত গুণাবলির তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন

- 'শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন বা পাঠটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। অতঃপর, 'জীবন চরিত পাঠের সুফল' সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৩ মিনিট সময় দিবেন। এরপর 'অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৪' করার জন্য দলে নির্দেশ দিবেন।'

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন :

- কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির নাম বলো?
- আদর্শ গুণাবলি কীভাবে অর্জন করা যায়?
- তোমরা মহৎ ধর্মীয় ব্যক্তির জীবন পাঠ করেছ কি। এর মাধ্যমে কী সুফল পাওয়া যায়?
- ধর্মীয় ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠ এবং তাঁদের উপদেশ অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে কীভাবে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করা যায়?

১৩। শিক্ষক পাঠ্যবই হতে পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন :

সারসংক্ষেপ : মহান ব্যক্তিদের জবিন চরিত পাঠে তাঁদের জীবন ও কর্মের নানা দিক সম্পর্কে জানা যায়। দান, শীল, মৈত্রী, উদারতা, ত্যাগ, সংযম, মানবতা, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, সেবা, কল্যাণ সাধন করা যায়। এর মাধ্যমে সৎ, ন্যায় ও কুশলকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, ঐক্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গুণ অর্জন করা যায়। নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। তাই সকলের উচিত মহৎ ব্যক্তিদের শিক্ষা, উপদেশ ও আদর্শ অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন তথা সুখী দেশ ও সমাজ গঠন করা।

১৪। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনাপূর্বক ছকের মাধ্যমে মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠে যেসব গুণাবলি অর্জন করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন :

| মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠে যেসব গুণাবলি অর্জন করা যায় তার তালিকা |
| --- |
| ১.<br>২.<br>৩.<br>৪. |

১৫। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৬। মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠের মাধ্যমে যেসব গুণাবলি ও সুফল অর্জন করা যায় তার বর্ণনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মহৎ ব্যক্তির জীবনাদর্শ পাঠের কথা বলে চলমান পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

## আদর্শ জীবন চরিত

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ২.১ ধর্মীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের গৌরবময় ঘটনা জেনে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারা। | **PI-3** | **08.03.01.03** বৌদ্ধ ধর্মীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের গৌরবময় ঘটনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারছে। | বৌদ্ধধর্মীয় কয়েকজন থের-থেরীর জীবনী ও গুণাবলি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। | বৌদ্ধধর্মীয় কয়েকজন থের-থেরীর জীবনী ও গুণাবলি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে তাঁদের আদর্শ অনুসরণে আগ্রহী হতে পেরেছে। | বৌদ্ধধর্মীয় কয়েকজন থের-থেরীর জীবনী ও গুণাবলি অর্জন করে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পেরেছে। |

সপ্তম অধ্যায়

# পূজা ও উৎসব

## এ অধ্যায়ে যা আছে-

- বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসব
- বাংলা অর্থসহ পুষ্প পূজার গাথা
- বৌদ্ধদের বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসব
- পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব
- অন্যান্য ধর্মের পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান
- অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৪.১. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল জেনে ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি অনুসরণ করতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৪.১ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল জানা। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল জানার মাধ্যমে নিজ ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

৪.১.১ বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসবের নাম বলতে পারবে।

৪.১.২ পুষ্প পূজার গাথা বাংলা অর্থসহ লিখতে পারবে।

৪.১.৩ পূর্ণিমা সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.১.৪ পূর্ণিমা উৎসবের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

৪.১.৫ পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৪.১.৬ অন্যান্য ধর্মের কয়েকটি পূজা বা উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.১.৭ নিজ ও অন্য ধর্মের পূজা-উৎসব সম্পর্কে জেনে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার অনুশীলন করতে পারবে।

**মূল্যায়ন:** শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৪.১ অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কার্যক্রম সব সময় চলমান মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম: বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলনমূলক পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

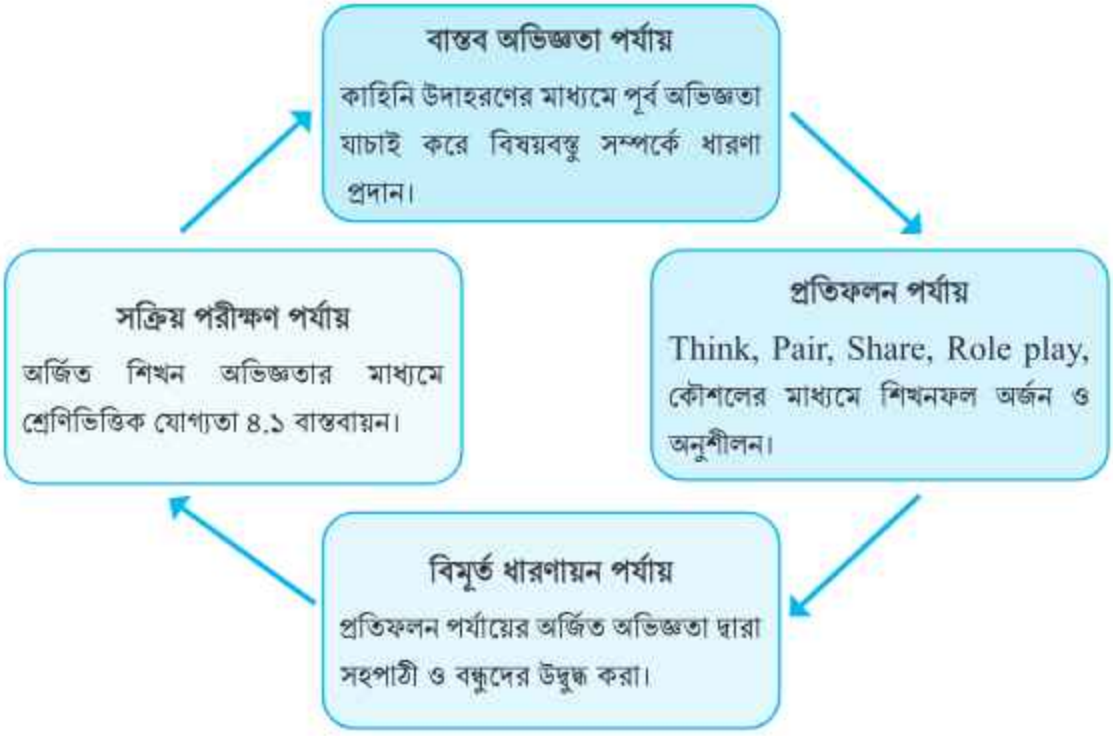


**পাঠ বিভাজন:** ৪ (২২-২৫ সেশনে বা ৪ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ২২

## পাঠ শিরোনাম: বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসব

### শিখনফল

৪.১.১ বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসবের নাম বলতে পারা।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, আর্ট পেপার, সাইনপেন/চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পূজানুষ্ঠানের চিত্র, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ইত্যাদি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন:

- তোমরা বাসা-বাড়ি কিংবা বিহারে পূজা করো কি?
- বৌদ্ধরা কী কী পূজা করেন তা কি তোমরা জান?
- বৌদ্ধরা কী কী উৎসব পালন করে তা কি তোমরা জান?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ২০-২৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান পূজা ও উৎসব কী তা আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- বৌদ্ধদের কী কী পূজা আছে?
- বৌদ্ধদের কী কী উৎসব আছে?

### একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে পাঠ্যবইয়ের চিত্র-১৫ ও চিত্র-১৬ উৎসব ও পূজার আলাদা আলাদা ছবি দেখাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এরপর ছবি নিয়ে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন

এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে তারা। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশন:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩-৪ টি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। তালিকা তৈরির কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন-

"ছবিগুলো কীসের? ছবিতে কী কী দেখানো হয়েছে? কী কী পূজার ও উৎসবের ছবি দেখতে পাচ্ছো?" ইত্যাদি দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১০। পাঠ্যবইয়ে দেয়া অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৫ তালিকা তৈরি দলগতভাবে করাবেন।

১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৩। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্ন গুলো করবেন

- ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যে সকল অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে কী বলে?
- বৌদ্ধদের কয় ধরনের পূজা করতে দেখা যায়?
- বৌদ্ধদের কী কী উৎসব দেখা যায়?

১৪। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন

তাহলে পূজা ও উৎসবের তালিকা তৈরির মাধ্যমে আজকে আমরা জানলাম যে- বৌদ্ধরা নানা রকম পূজা, উৎসব এবং অনুষ্ঠান পালন করেন। বৌদ্ধরা ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন রকম পূজা করেন। এসব পূজার মধ্যে- পুষ্প পূজা, প্রদীপ পূজা, পানীয় পূজা, আহার পূজা, ধূপ পূজা অন্যতম। বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো: বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ে পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা এবং কঠিন চীবর দানোৎসব।

১৫। শিক্ষার্থীকে এবার বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ২৩

## পাঠ শিরোনাম: পুষ্প পূজা

### শিখনফল

৪.১.২ পুষ্প পূজার গাথা বাংলা অর্থসহ লিখতে পারা।

**উপকরণ:** সাইনপেন/চক, ডাস্টার, ব্লাকবোর্ড, পুষ্প পূজার উৎসর্গগাথা পালি ও বাংলা ভায়ায় আলাদাভাবে লেখা আর্টপেপার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ইত্যাদি।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- বৌদ্ধরা কী কী পূজা করেন তা তো তোমরা জান,তাই না?
- বাসায় কিংবা বিহারে পূজা কীভাবে করতে হয়?
- যেকোনো পূজা করার সময় উৎসর্গ গাথা বলতে হয়, তা কি তোমরা জান?
- যে পূজায় পুষ্প বা ফুল উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে কী পূজা বলে?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ২০-২৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

- পুষ্প পূজা করার সময় পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা পালি (বাংলা অর্থসহ) ও বাংলা ভাষায় কীভাবে বলতে হয় এবং লিখতে হয় তা আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- পূজা কী?
- পূজা করলে কী হয়?
- পুষ্প পূজা করার নিয়ম কী?
- পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা পালিতে বলো।
- পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা বাংলাতে বলো।

## একক কাজ: ভূমিকাভিনয়

শিক্ষক পালি ও বাংলা ভাষায় পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা বড়ো করে লিখে বোর্ডে দেখাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের লেখাগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এরপর লেখাগুলো ২-৩ মিনিট পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের পড়া শুনবেন। কেউ কেউ পড়তে না পারলে পড়তে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবইয়ে দেয়া অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৬ (ভূমিকাভিনয়) এককভাবে করাবেন এবং লিখতে বলবেন। পুষ্প পূজা করার নিয়ম মুখে বলবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়টি পাঠ করতে বলবেন।

৯। শিক্ষার্থীরা কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন-

বোর্ডে কী লেখা হয়েছে তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন।

১০। জোড়ায় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন

- কে কে পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা পালি ভাষায় বলতে পারবে?
- কে কে পুষ্প পূজার পালি ভাষার উৎসর্গ গাথা বাংলা অর্থ বলতে পারবে?
- কে কে পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা বাংলা ভাষায় বলতে পারবে?

১৩। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন

- আজকে আমরা জানলাম যে , পুষ্প পূজা কীভাবে করতে হয়। পালি ও বাংলা ভাষায় পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা।

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার পাঠ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৫। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ২৪

## পাঠ শিরোনাম: বৌদ্ধদের বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসব পরিচিতি

### শিখনফল

৪.১.৩ পূর্ণিমা সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.১.৪ পূর্ণিমা উৎসবের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন

- বৌদ্ধরা কী কী পূর্ণিমা উৎসব পালন করেন তা কি তোমরা জান? পূর্ণিমা উৎসবগুলো কী কী?
- বৌদ্ধদের বেশিরভাগ ধর্মীয় উৎসব পূর্ণিমা দিবসে পালিত হয় কেন?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১০-১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- বৌদ্ধরা কী কী পূর্ণিমা উদযাপন করেন?
- বৌদ্ধদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের নাম বলো?

### একক কাজ: ধারণা চিত্র

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের চিত্র-১৭ বড়ো করে এঁকে বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের চিত্রটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনকে জিজ্ঞেস করবেন তারা চিত্রে কী দেখতে পেয়েছে। কেউ কেউ বলতে না পারলে বলতে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবইয়ে দেয়া 'অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৭' এককভাবে করাবেন এবং সেই অংশগ্রহণমূলক কাজে দেয়া বৈশাখী ও আষাঢ়ে পূর্ণিমা ছাড়াও পাঠ্যবইয়ে দেয়া অন্যান্য পূর্ণিমাগুলো দিয়ে অনুশীলন করাবেন। অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৭ একক কাজ বৈশাখী ও আষাঢ়ে পূর্ণিমা ছাড়াও পাঠ্যবইয়ে দেয়া অন্যান্য পূর্ণিমাগুলো দিয়ে অনুশীলন করতে সমস্যা হলে সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক কাজ ও জোড়ায় কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## জোড়ায় কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩টি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন-

"ছবিটি কীসের? ছবিতে কী কী দেখানো হয়েছে? কোন পূজা উৎসবের ছবি বলে মনে হচ্ছে এটা?" ইত্যাদি দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন। তারপর অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৮ এর আলোকে কয়েকটি পূর্ণিমা উৎসবের নামের তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

১০। কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রশ্ন করবেন

- বৌদ্ধদের কয় ধরণের পূজা দেখা যায়?
- বৌদ্ধদের কয় ধরণের উৎসব দেখা যায়?

১৩। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন

তাহলে আজকে আমরা জানলাম যে- বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের জীবনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরণের পূর্ণিমা পালন করেন। বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান পূর্ণিমা উৎসব হলো: বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ে পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা এবং কঠিন চীবর দানোৎসব।

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ২৫

## পাঠ শিরোনাম: পূজা ও পূর্ণিমা উৎসরেব গুরুত্ব এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

### শিখনফল

৪.১.৫ পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৪.১.৬ অন্যান্য ধর্মের কয়েকটি পূজা বা উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.১.৭ নিজ ও অন্য ধর্মের পূজা-উৎসব সম্পর্কে জেনে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার অনুশীলন করতে পারবে।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন:

- পূর্ণিমা উৎসব পালন করা হয় কেন?
- বৌদ্ধদের মতো অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও কী কী পূজা-উৎসব, অনুষ্ঠান পালন করেন?
- আমরা কি একে অন্য ধর্মের পূজা-উৎসব, অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করি?

৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব কী?
- অন্যান্য ধর্মের প্রধান প্রধান কয়েকটি পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান কী কী?
- অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি কীভাবে বজায় রাখবে?

### একক কাজ: শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের চিত্র-১৮ বড়ো করে এঁকে বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের চিত্রটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনকে জিজ্ঞেস করবেন তারা চিত্রে কী দেখতে

পেয়েছে। কেউ কেউ বলতে না পারলে বলতে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবইয়ে দেয়া 'অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩৯' এককভাবে করানোর আগে পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব অনুচ্ছেদ অংশটির সরব পাঠ দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক কাজ ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলীয় কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩-৪টি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। যেমন-

' ছবিটি কিসের? ছবিতে কী কী দেখানো হয়েছে? কোন কোন ধর্মের কী কী পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠানের ছবি বলে মনে হচ্ছে এটা?" ইত্যাদি দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন। তারপর অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪০-এর আলোকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর কয়েকটি পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠানের নামের তালিকা তৈরি করতে বলবেন। 'অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪০' এর কাজ শেষ হলে 'অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪১' করানোর পূর্বে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি অনুচ্ছেদটির সরব পাঠ দিবেন। '

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উপস্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যান্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।

১৩। শিক্ষার্থীদের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন:

আজকে আমরা জানলাম যে, পূজা ও পূর্ণিমা উৎসব উদযাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো: ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শব-ই-বরাত এবং শব-ই-কদর। হিন্দুদের প্রধান পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো: দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালি পূজা, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ও দোল পূর্ণিমা। খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো: বড়োদিন, ইস্টার সানডে, স্বর্গারোহণ পর্ব, রবিবাসরীয় উপাসনা অনুষ্ঠান, পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্ব ও খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ পর্ব।

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৫। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

# পূজা ও উৎসব

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ৪.১ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল জেনে ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি অনুসরণ করতে পারা। | **PI-6** | **08.03.01.06** ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি অনুসরণ করতে পারছে। | বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি অনুসরণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। | বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসব এবং বিভিন্ন রীতিনীতির মাধ্যমে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি অনুসরণ করতে পেরেছে। | বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসব এবং বিভিন্ন রীতিনীতির মাধ্যমে এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের রীতিনীতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে, শিখন পরিবেশে ও পারিবারিকভাবে তা পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি অনুসরণ করতে পেরেছে। |

অষ্টম অধ্যায়

# তীর্থস্থান

## এ অধ্যয়ে যা আছে -

- তীর্থস্থান কী?
- গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান: কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালীর বর্ণনা।
- তীর্থস্থান দর্শনের সুফল।
- অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্র স্থানের নাম।

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৪.২ ধর্মীয় পবিত্র স্থানের গুরুত্ব জেনে বৌদ্ধধর্মের ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হতে পারা।

## যোগ্যতার ব্যাখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৪.২ থেকে শিক্ষার্থী তীর্থস্থান সম্পর্কে জানবে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় পবিত্র স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল আচরণ করতে পারবে এবং সেই স্থানসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সহাবস্থান করার মানসিকতা তৈরি হবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

৪.২.১ তীর্থস্থান সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.২.২ গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম বলতে পারবে।

৪.২.৩ কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী এবং বৈশালী প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের বর্ণনা লিখতে পারবে।

৪.২.৪ তীর্থস্থান দর্শনের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২.৫ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি তীর্থস্থান/পবিত্র স্থানের নাম বলতে পারবে।

৪.২.৬ তীর্থস্থানের গুরুত্ব জেনে নিজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পবিত্র স্থান/তীর্থস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হতে পারবে।

## মূল্যায়ন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম সব সময় ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন। পাঠ শেষে শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকের (Performance Indicator) মাধ্যমে পারদর্শিতা মূল্যায়ন করতে হবে ।

**অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম:** বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায় এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়-এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ

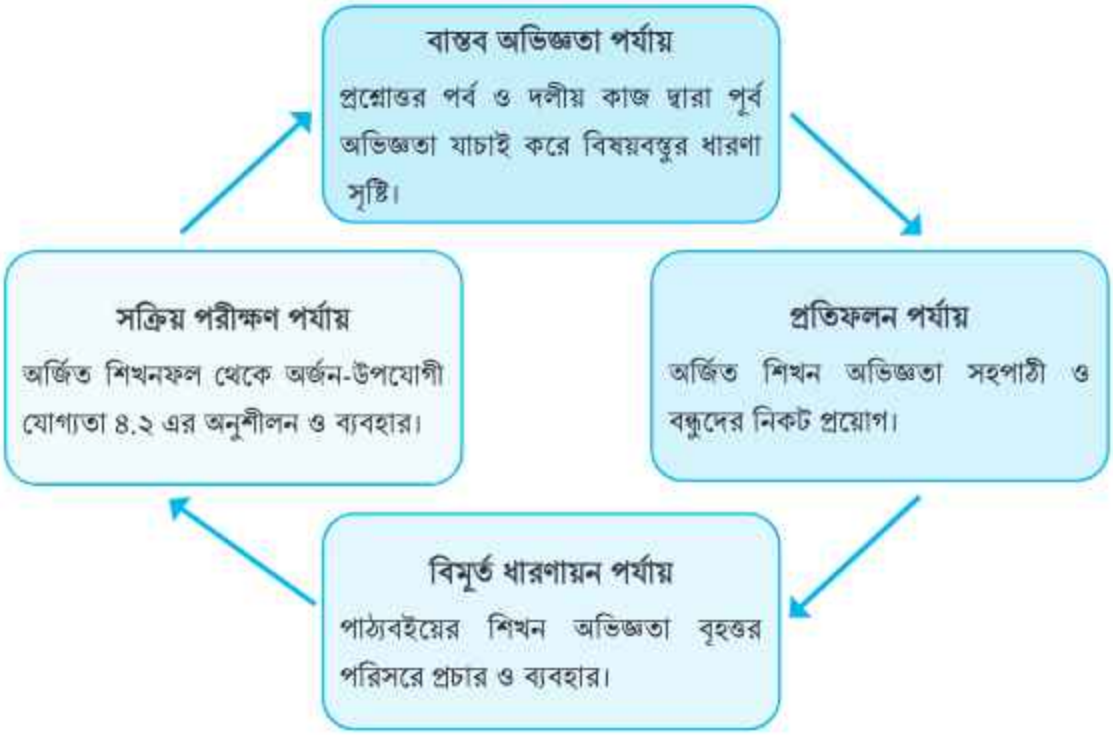


**পাঠ বিভাজন:** ৪ (২৬-২৯ সেশনে বা ৪ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ২৬

## পাঠ শিরোনাম: তীর্থস্থান

### শিখনফল

৪.২.১ তীর্থস্থান সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, তীর্থস্থানের ছবি, ভিডিয়ো, শ্রেণিকার্যের খাতা।

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'তীর্থস্থান' লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আলোচনার আকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু তুলে আনার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে আলোচনার সূচনা করতে পারেন।

- আমাদের দেশের এমন একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের নাম বলো যে বিহার সবার কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ?
- বুদ্ধ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
- যেসব স্থানের সঙ্গে বুদ্ধের স্মৃতি জড়িয়ে আছে সে স্থানসমূহ কী স্থান নামে পরিচিত?
- তুমি কি কোনো তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছ? [যদি কেউ ভ্রমণ করে থাকে তবে শিক্ষক তাকে তার অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।]

৪. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১০-১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষক তীর্থস্থান বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে তীর্থস্থান সম্পর্কে তাদের কোনো পূর্ব ধারণা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

### দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

৬. পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪২ সম্পন্ন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে দলগত কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৭. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন (অংশগ্রহণমূলক কাজে জোড়া গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে)।

৮. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ও দলে আলোচনা করতে

বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে।

৯. অংশগ্রহণমূলক কাজ সম্পন্ন হলে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থাপন করতে বলবেন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিনিধিকে সাহায্য করতে পারবে। সঠিক উত্তর প্রদান করলে প্রশংসা করবেন। কারো কোনোরকম ভুল হলে শুদ্ধ করতে সাহায্য করবেন।

১০. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

আজ আমরা বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পর্কে জানব।

- তীর্থস্থান কাকে বলে?
- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম বলো?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

১১. শিক্ষক ছবি/ভিডিয়ো প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে 'তীর্থস্থান' সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো দেখে তীর্থস্থান সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের আলোকে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## একক কাজ: ছবি আঁকা

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৩

১২. শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৩: একক কাজ (ছবি আঁকা) সম্পন্ন করাবেন।

১৩. ছবি আঁকার কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য ১০-১৫ মিনিট সময় দিবেন।

১৪. ছবি আঁকা শেষ হলে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে বা দেয়ালে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। [অঙ্কিত ছবি নিখুঁত হতে হবে তা নয়, শিক্ষার্থী কোন তীর্থস্থান এঁকেছে তা বোঝাতে পারলে তার প্রশংসা করবেন।]

১৫. এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করবেন-

আজ আমরা তীর্থস্থান কী এবং কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম জানতে পেরেছি। তীর্থস্থানের ছবি অঙ্কন দ্বারা তীর্থস্থানের বাস্তব ধারণা লাভ করেছি।

১৬. এরপর শিক্ষক পরবর্তী সেশনের নির্দেশনা দিয়ে বর্তমান সেশন শেষ করবেন।

## সেশন: ২৭

# পাঠের শিরোনাম: গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান

## শিখনফল

৪.২.২ গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম বলতে পারবে।

৪.২.৩ কপিলাবস্তু রাজগৃহ, শ্রাবস্তী এবং বৈশালী বৌদ্ধ তীর্থস্থানের বর্ণনা লিখতে পারবে।

**উপকরণ:** তীর্থস্থানের ছবি ও ভিডিয়ো।

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'কপিলাবস্তু ও রাজগৃহ' লিখবেন।

৩. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য তীর্থস্থান সম্পর্কে কিছু সাধারণ প্রশ্ন করবেন। যেমন-

- তীর্থস্থান কাকে বলে?
- মহাতীর্থস্থান কয়টি ও কী কী?
- বুদ্ধ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- বুদ্ধ কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে পাঠ শুরু করতে জিজ্ঞেস করবেন

- মহাতীর্থস্থান কী কী?
- মহাতীর্থস্থান কয়টি?
- আমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে মহাতীর্থস্থান ভ্রমণ করেছি?

৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে দেখা ছবি/ভিডিয়ো থেকে মহাতীর্থস্থান কোনটি শনাক্ত করতে বলবেন।

## একক কাজ-৪৪-৪৫: প্রক্রিয়াকরণ ও মিলকরণ

৫. শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক মূল বিষয়বস্তু 'গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান' নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আলোচনা শেষে অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৪-৪৫ সম্পন্ন করবেন।

৬. কাজ দুটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন এবং চিন্তা করতে বলবেন। চিন্তা করার জন্য ৩ মিনিট সময় দিবেন। এরপর ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৭. অংশগ্রহণমূলক কাজ সম্পন্ন হলে কয়েকজনের উপস্থাপন শুনবেন ও পর্যবেক্ষণ করবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন এবং মূল্যায়ন করবেন। সঠিক উত্তর প্রদান করলে প্রশংসা করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৮. এরপরে শিক্ষক কপিলাবস্তু, রাজগৃহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ছবি/ভিডিয়ো প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারণা দিতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো দেখে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।

৯. শিক্ষক ছবি/ভিডিয়োতে দেখা তীর্থস্থানের নাম ও পরিচিতি জানতে চাইবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের আলোকে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

১০. শিক্ষক পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে তীর্থস্থান কপিলাবস্তু ও রাজগৃহ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে কপিলাবস্তু ও রাজগৃহ সম্পর্কে তাদের কোনো পূর্ব ধারণা বা কারো কপিলাবস্তু ও রাজগৃহ দর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

১১. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

আজ আমরা বৌদ্ধ তীর্থস্থান কপিলাবস্তু ও রাজগৃহ সম্পর্কে জানব

- সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মস্থান কোথায়?
- কপিলাবস্তু কোথায় অবস্থিত?
- কপিলাবস্তু কেন ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিত?
- বেণুবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
- রাজগৃহ কোথায় অবস্থিত?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

## একক কাজ: (অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৬-৪৭) শূন্যস্থান পূরণ ও মিলকরণ

১২. অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৬-৪৭ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে স্লিপ কাগজ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে কাজ দুটি ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। কাজ দুটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন।

১৩. একক কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৪. নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে একক কাজটি স্লিপ কাগজ থেকে উপস্থাপন করতে বলবেন। কয়েকজনের উপস্থাপন শুনবেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতামত মূল্যায়ন করবেন।

১৫. এরপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপের ব্যাখ্যা করবেন।

আজকে আমরা জানলাম, কপিলাবস্তু ও রাজগৃহ হচ্ছে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তীর্থস্থান। হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যদের স্বাধীন রাজ্য কপিলাবস্তু। এ রাজ্যের কাছেই লুম্বিনী নামক স্থানে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে এখানে সিদ্ধার্থ ২৯ বছর কাটিয়েছেন। এখানে তাঁর অনেক স্মৃতি রয়েছে। আর রাজগৃহে বুদ্ধের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এটি মগধরাজ বিম্বিসারের রাজধানী। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে 'বেনুবন বিহার' দান করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক বুদ্ধের চিকিৎসা করতেন। এখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর শিষ্য হয়েছেন। এখানে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা সম্মেলন হয়েছিল।

১৬। এ পাঠ হতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করতে পারেন, শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন, উপযুক্ত উত্তরের জন্য প্রশংসা করবেন।

১৭. শিক্ষার্থীদের আগামী সেশনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে এ সেশন সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ২৮

## পাঠের শিরোনাম: শ্রাবস্তী ও বৈশালী

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. প্রথমে পূর্ববর্তী ক্লাসের বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বোর্ডে 'শ্রাবস্তী ও বৈশালী' বোর্ডে লিখবেন।

৩. শিক্ষক পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে তীর্থস্থান 'শ্রাবস্তী ও বৈশালী' নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে শ্রাবস্তী ও বৈশালী সম্পর্কে তাদের কোনো পূর্ব ধারণা বা কারো এ তীর্থস্থান দুটি দর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

আজ আমরা বৌদ্ধ তীর্থস্থান 'শ্রাবস্তী ও বৈশালী' সম্পর্কে জানব

- শ্রাবস্তী কোথায় অবস্থিত?
- 'শ্রাবস্তী ও বৈশালী' কেন ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিত?
- জেতবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
- বুদ্ধ কোথায় অঙ্গুলিমাল-এর দেখা পান এবং তাকে দীক্ষা দেন?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৫. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য প্রথমে শ্রাবস্তীর স্থিরচিত্র বা ভিডিয়ো প্রদর্শন করবেন।

৬. শ্রাবস্তী ও বৈশালী সম্পর্কিত তথ্য আরও জানার প্রয়োজনে শিক্ষক পাঠ্যবই হতে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে নীরব পাঠ করতে বলবেন। পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বা বাক্য বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।

## একক কাজ

## অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৪৮-৪৯ (শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় ও কুইজ)

৭. অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৮-৪৯ (শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় ও কুইজ) সম্পন্ন করাবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকার্যের খাতায় কাজ দুটি যথাযথভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। কাজ দুটি করার জন্য ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন।

৮. একক কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

৯. নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে একক কাজটি উপস্থাপন করতে বলবেন।

১০. আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৮-৪৯ একক কাজ (শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়) এর তথ্য অনুযায়ী প্রশ্ন করে সকলের উত্তর যাচাই করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

## অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫০

১১. অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫০ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করে দিবেন। (অংশগ্রহণমূলক কাজে দল গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে)।

১২. প্রত্যেক দলকে কাজটি পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫০-এর ছকে করতে বলবেন। কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন।

১৩. দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৪. নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে কয়েকটি দলের উপস্থাপন শুনবেন এবং অন্যান্য দলের মতামতও মূল্যায়ন করবেন।

১৫. পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। আজকে আমরা জানলাম:

শ্রাবস্তী ও বৈশালী বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তীর্থস্থান। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এখানে জেতবন

বিহারে অঙ্গুলিমাল ও কোশলরাজ প্রসেনজিত বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বৈশালী ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত। বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বৈশালীতে প্রথম ভিক্ষুণীসংঘ গঠন করেন।

১৬. এ পাঠ হতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করতে পারেন, শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন, উপযুক্ত উত্তরের জন্য প্রশংসা করবেন।

১৭. পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পর্কিত তথ্য জেনে নেয়ার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ২৯

## পাঠের শিরোনাম: তীর্থস্থান দর্শনের সুফল ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান

### শিখনফল

৪.২.৪ তীর্থস্থান দর্শনের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২.৫ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি তীর্থস্থান/পবিত্র স্থানের নাম বলতে পারবে।

৪.২.৬ তীর্থস্থানের গুরুত্ব জেনে নিজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পবিত্র স্থান/তীর্থস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই তীর্থস্থান দর্শনের সুফলের তালিকা ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থানের ছবি ও ভিডিয়ো, শ্রেণিকার্যের খাতা

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য শিক্ষক পূর্বপাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন-

- কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম বলো।
- বৌদ্ধদের কাছে রাজগৃহ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- আমরা কেন তীর্থস্থান দর্শন করব? ইত্যাদি

৪. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১০-১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
আজ আমরা বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনের সুফল ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান সম্পর্কে জানব

- তীর্থস্থান ভ্রমণ করলে আমাদের মনের কী কোনো পরিবর্তন হয়?
- তীর্থস্থান ভ্রমণ করলে আমাদের জীবনে কী সুফল বয়ে আনবে?
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান দর্শন করা উচিত কেন?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৬. তীর্থস্থান ভ্রমণের সুফল ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান উপস্থাপনের জন্য প্রথমে স্থিরচিত্র বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিয়ো প্রদর্শন করবেন। ছবিটি/ভিডিয়ো মনোযোগের সঙ্গে দেখতে বলবেন।

৭. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পাঠ করে শুনবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর অবোধ্য বিষয়, শব্দ ও বাক্য বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীদের তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: অনুচ্ছেদ লিখন

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫১

৮. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করে দিবেন (অংশগ্রহণমূলক কাজে দল গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।)

৯. পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫১ (দলগত কাজ: অনুচ্ছেদ লিখন) শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকার্যের খাতায় লিখতে বলবেন।

১০. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ও দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই শ্রেণিকার্যের খাতায় সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১১. দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১২. নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলীয় প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন এবং তাদের মতামত মূল্যায়ন করবেন।

## দলগত কাজ: প্রক্রিয়াকরণ

### অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫২

১৩. দলগত কাজ হিসেবে পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫২: (প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা) শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে বলবেন।

১৪. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ও দলে আলোচনা করতে বলবেন। যেমন- দলের প্রত্যেক সদস্য তাদের দেখা বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান সম্পর্কে প্রত্যেকের সঙ্গে বিনিময় করবে এবং সকলের অনুভূতি বিবেচনা করে কাজটি করবে। ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১৫. দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৬. নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলীয় প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের মাধ্যমে যাচাই করবেন।

১৭. নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলীয় প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের তালিকার সঙ্গে তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান সঠিক স্থানে লেখা হয়েছে কি না যাচাই করে ফলাবর্তন করবেন।

১৮. এরপর পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন:

আমাদের তীর্থস্থান অবশ্যই ভ্রমণ করা উচিত। কারণ তীর্থস্থানে গেলে মন উদার ও পবিত্র হয়। মনে ধর্ম অনুসরণের ইচ্ছা জাগে। ফলে মনের মন্দ চিন্তা দূর হয়। মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উৎসবে যোগদানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মনে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। আমাদের কাছে আমাদের তীর্থস্থান প্রিয় তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে তাদের তীর্থস্থান বা পবিত্রস্থান প্রিয়। তাই আমাদের তীর্থস্থান যেমন সংরক্ষণ করব তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান বা পবিত্রস্থানের প্রতিও আমাদের যত্নশীল হতে হবে।

১৯. পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পর্কিত তথ্য আত্মস্থ করার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

# তীর্থস্থান

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ৪.২. ধর্মীয় পবিত্র স্থানের গুরুত্ব জেনে বৌদ্ধধর্মের ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হতে পারা। | **PI-2** | **08.03.01.02** ধর্মীয় পবিত্র স্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করে বৌদ্ধধর্মের ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হতে পারছে। | বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মীয় পবিত্রস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে পবিত্রস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে। | বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মীয় পবিত্রস্থান ও অন্যান্য ধর্মের পবিত্রস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করে পবিত্রস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছে। | বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মীয় পবিত্রস্থান ও অন্যান্য ধর্মের পবিত্রস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করে পবিত্রস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল আচরণ করতে পেরেছে। |

নবম অধ্যায়

# জাতকে জীব ও প্রকৃতি

## এ অধ্যয়ে যা আছে-

- জাতক পরিচয়
- জীব ও প্রকৃতি: গৃধ্রকূট জাতক, মিত্রামিত্র জাতক এবং বৃক্ষধর্ম জাতক
- মানুষ, জীবজগৎ ও প্রকৃতি।

## শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ, জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারা।

**যোগ্যতার ব্যাখ্যা:** যোগ্যতা ৫.১ অর্জনের জন্য জাতকের গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশসমূহ শিক্ষার্থী আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ, প্রকৃতি, জীবজগৎ ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করতে সচেষ্ট হবে।

**শিখন পদ্ধতি/কৌশল:** আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, সরবপাঠ, দৈবচয়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং এবং প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

## শিখনফল

৫.১.১ জাতক সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১.২ জাতকের সংখ্যা বলতে পারবে।

৫.১.৩ কয়েকটি জাতকের উপদেশ লিখতে পারবে।

৫.১.৪ গৃধ্রকূট জাতক সংক্ষেপে বলতে পারবে।

৫.১.৫ বৃক্ষধর্ম জাতকের শিক্ষণীয় বিষয় লিখতে পারবে।

৫.১.৬ মিত্রামিত্র জাতক উপদেশসহ বলতে পারবে।

৫.১.৭ মানুষের সঙ্গে জীবজগৎ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

৫.১.৮ ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫.১.৯ বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি জেনে মানুষ, জীবজগৎ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে।

**মূল্যায়ন:** শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম সব সময় ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন। পাঠ শেষে শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকের (Performance Indicator) মাধ্যমে পারদর্শিতার মূল্যায়ন করতে হবে।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়, প্রতিফলন পর্যায়, সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায় এবং বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়- এ চারটি পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ:

**পাঠ বিভাজন:** ৫ (৩০-৩৪ সেশনে বা ৫ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে)

## সেশন: ৩০

# পাঠ শিরোনাম: জাতক পরিচয়

## শিখনফল

৫.১.১ জাতক কী বলতে পারবে।

৫.১.২ জাতকের সংখ্যা বলতে পারবে।

৫.১.৩ কয়েকটি জাতকের উপদেশ লিখতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি।

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'জাতক পরিচয়' লিখবেন ।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন-

- জাতক শব্দের অর্থ কী?
- জাতক কাকে বলে?
- তুমি আগে পড়েছ বা জাতকের গল্প শুনেছ এমন একটি জাতকের নাম/গল্প/উপদেশ বলো।
- বুদ্ধ কয়বার জন্মগ্রহণ করেছেন?

৪. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৫. এরপর পূর্বঅভিজ্ঞতা যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো জোড়া তৈরি করে ৬১ পৃষ্ঠার তালিকা তৈরির কাজটি করাবেন।

৬. কাজ শেষে পাঠের আলোকে শিক্ষক জাতক বলতে কী বোঝায় এবং জাতকের উপদেশ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই- তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে জাতক সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

৭. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

জাতক পাঠের মাধ্যমে কীভাবে মানুষকে চরিত্রবান, পরোপকারী, সহনশীল, নির্লোভ ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো অর্জনে সাহায্য করে তা জানব

- জাতক কী?

- জাতক কেন পাঠ করা উচিত?
- জাতক পাঠের দ্বারা আমরা কী কী জানতে পারি?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

## দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

### অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫৩

৮. বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো বা চার্ট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো বা চার্ট দেখে জাতক সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। যেমন: জাতকের তথ্য সংবলিত চার্ট দেখিয়ে শিক্ষক জিজ্ঞেস করতে পারেন- এখানে যে তথ্য দেখছ তা কি তোমরা জানতে, এ চার্টে নেই এমন আরও কোনো তথ্য কি তোমাদের জানা আছে ইত্যাদি।

৯. দলগত কাজ হিসেবে পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক-৫৩ (তালিকা তৈরি) সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন (অংশগ্রহণমূলক কাজে দল গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে)।

১০. পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক-৫৩ নম্বর দলগত কাজ (তালিকা তৈরি) শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে বলবেন।

১১. দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১২. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ও দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১৩. নির্দিষ্ট সময় শেষে অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৩ সম্পন্ন হলে দলীয় প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিনিধিকে সাহায্য করতে পারবে। সঠিক উত্তর প্রদান করলে প্রশংসা করবেন। কারো কোনোরকম ভুল হলে শুদ্ধ করতে সাহায্য করবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

## জোড়ায় কাজ: ধারণা চিত্র

### অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৪

জোড়ায় কাজ হিসেবে (ধারণা চিত্র) অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৪-এ অংশ নেয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো জোড়ায় বিভক্ত করবেন (অংশগ্রহণমূলক কাজে জোড়া গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও

একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে)।

১৪. ধারণা চিত্রটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রত্যেক জোড়াকে জাতকের উপদেশ কীভাবে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে সে বিষয়ে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী যে বিষয় বুঝতে পারছে না তা বুঝিয়ে দিবেন এবং যে তথ্যসমূহ তার অজানা সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

১৫. শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে কিছু প্রশ্ন লিখে দিতে পারেন। যেমন-

- জাতকের উপদেশ আমাদের আচরণ ও স্বভাবের কীরকম পরিবর্তন ঘটাতে পারে?
- জাতকের উপদেশ মেনে চললে আমরা মানুষ হিসেবে কোন কোন গুণ অর্জন করতে পারব?

১৬. উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং এ উত্তর থেকেই ধারণা চিত্রের খালি ঘরের জন্য সঠিক শব্দ খুঁজে নিতে বলবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৪ সম্পন্ন করাবেন।

১৭. জোড়ায় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ও জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১৮. নির্দিষ্ট সময় শেষে অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৪ সম্পন্ন হলে জোড়ার প্রতিনিধিকে কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। জোড়ার অন্য সদস্য প্রতিনিধিকে সাহায্য করতে পারবে। সঠিক উত্তর প্রদান করলে প্রশংসা করবেন। কারো কোনোরকম ভুল হলে শুদ্ধ করতে সাহায্য করবেন।

১৯. ফলাবর্তনের পর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন-

'প্রতিটি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ থাকে এবং নানা ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। যা প্রত্যেককে লোভহীন উদার মানসিকতা সম্পন্ন ও ভালো চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এছাড়া সদাচারী, উদার, পরোপকারী, সহনশীলতার মতো গুণ অর্জন ও চর্চা করতে উৎসাহিত করে। মানুষকে জীব ও প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হতে শিক্ষা দেয়। যেকোনো খারাপ চিন্তা বা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থেকে ভালো চিন্তা, ভালো কাজ করার প্রেরণা বা উৎসাহ জোগায়। তাই প্রতিটি মানুষের জাতক পাঠ করা উচিত।'

২০. শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন ও যাচাই করবেন এবং পরবর্তী সেশনের নির্দেশনা প্রদান করে সেশন সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ৩১

## সেশন শিরোনাম: গৃধ্রকুট জাতক

### শিখনফল

৫.১.৪ 'গৃধ্রকুট জাতক' সংক্ষেপে বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'গৃধ্র জাতক' লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- আমরা কেন জাতক পাঠ করব?
- আমরা মা-বাবার প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করি?

৪. এক্ষেত্রে উপরের প্রশ্নের আলোকে মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৫. আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১০-১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

আজ আমরা গৃধ্র জাতকের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জানব-

- গৃধ্র' অর্থ কী?
- গৃধ্রের কাহিনি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭. বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো দেখে ছবিটি সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৮. শিক্ষক এবার পাঠের মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং উপস্থাপনের মাঝে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের কিছু অংশ পাঠ করতে বলবেন।

## একক কাজ: বাক্য লিখন

### অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৫

৯. পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক-৫৫ নম্বর একক কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে বলবেন।

১০. একক কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১১. শিক্ষার্থী একক কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করাবেন।

১২. লেখা সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন। ৫-৭ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য প্রথমে প্রশংসা করবেন এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করে দিবেন।

১৩. শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ কীভাবে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে সে বিষয়ে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী যদি বুঝতে না পারে বা সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৪. শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে কিছু প্রশ্ন লিখে দিতে পারেন। যেমন-

- সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের কেমন আচরণ হওয়া উচিত?
- প্রকৃতি আমাদের কীভাবে উপকার করে?

১৫. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং এ উত্তর থেকেই অনুচ্ছেটি লিখতে বলবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৬ সম্পন্ন করাবেন।

## একক কাজ: অনুচ্ছেদ

### অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৬

১৬. শিক্ষার্থী একক কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করাবেন।

১৭. লেখা সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন। ৫-৭ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার যে প্রকাশ করেছে তা শ্রেণিতে সবার সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

১৮. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য প্রথমে প্রশংসা করবেন এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করে দিবেন।

১৯. ফলাবর্তনের পর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন

গৃধ্র জাতকে শিক্ষণীয় উপদেশ হলো- 'মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা সকলের উচিত'। আমাদের আচরণ ও কর্মে মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত। শুধু তাই নয় সকল মানুষের প্রতি আমাদের মৈত্রীভাব থাকতে হবে। আমরা শিকারির আচরণে তা দেখতে পাই। শিকারি গৃধ্র বা শকুনকে তার মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা দেখে তারও মায়া হলো তাই সে শকুনকে ছেড়ে দিল। এখানে শিকারি শুধু শকুনের প্রতি মায়া দেখিয়েছে তা নয় তার আচরণে শকুনের মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

২০. পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং মিত্রামিত্র জাতক সম্পর্কিত তথ্য জেনে নেয়ার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ৩২

## পাঠ শিরোনাম: মিত্রামিত্র জাতক

### শিখনফল

৫.১.৬ মিত্রামিত্র জাতক উপদেশসহ বলতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া, প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ 'মিত্রামিত্র জাতক' লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- তুমি তোমার পরিবারের কাকে বেশি ভালোবাসা?
- কার সঙ্গে থাকতে নিরাপদ মনে কর? কেন?

- কার কাছে মনের কথা বলতে ইচ্ছে করে?
- মা-বাবা, ভাই-বোন ছাড়া আর কাদের কাছের মানুষ মনে হয়? কেন?

৪. এক্ষেত্রে উপরের প্রশ্নের আলোকে মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৫. আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

আজ আমরা মিত্রামিত্র জাতকের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জানব

- মিত্রামিত্র অর্থ কী?
- আমরা কে মিত্র, কে কীভাবে অমিত্র চিনতে পারব?
- মিত্রামিত্র চেনার জন্য বোধিসত্ত্ব কী কী লক্ষনের কথা বলেছেন?
- মিত্রামিত্র কাহিনি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭. বিষয়বস্তু-সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো দেখে ছবিটি সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৮. শিক্ষক এবার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং উপস্থাপনের মাঝে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের কিছু অংশ পাঠ করতে বলবেন।

## দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৭

৯. পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৭: একক কাজ (তালিকা তৈরি) শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে বলবেন। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক-৫৭ নম্বর দলগত কাজ (তালিকা তৈরি) সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন (অংশগ্রহণমূলক কাজে দল গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে)।

১০. একক কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১১. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১২. শিক্ষার্থী একক কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করাবেন। লেখা সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন। ৫-৭ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করবে।

১৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য প্রথমে প্রশংসা করবেন এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করে দিবেন।

১৪. শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ কীভাবে মিত্রামিত্র চিনতে সাহায্য করে সে বিষয়ে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী যদি বুঝতে না পারে বা সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৫. শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে কিছু প্রশ্ন লিখে দিতে পারেন। যেমন-

- সকলের প্রতি আমাদের কেমন আচরণ হওয়া উচিত?
- ভালো কাজ করলে কি সবাই আমাদের প্রশংসা করে?
- আমাদের কোনো সমস্যা হলে আমরা কি সবার কাছে সাহায্য পাই?
- চারপাশের সকল মানুষ কি আমাদের ভালোবাসে?

১৬. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং এর উত্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করবেন।

১৭. ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মিত্র ও অমিত্র লক্ষণ নিয়ে বক্তব্য দিতে বলবেন। যারা বক্তব্য দেয়নি তেমন অন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফলাবর্তন নেবেন এবং শিক্ষকও ফলাবর্তন দিবেন।

১৮. ফলাবর্তনের পর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন-

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কে মিত্র কে অমিত্র কীভাবে বুঝবে তা বোধিসত্ত্বের কাছে জানতে চাইলে বোধিসত্ত্বের মিত্রামিত্র চেনার ১৬টি লক্ষণ বললেন। সমাজে আমাদের চারপাশে নানা চরিত্রের মানুষ বাস করে। তারা সবাই যে ভালো চিন্তা করে বা অন্যের উপকার করে তা নয়। ফলে অনেক সময় আমরা না বুঝে অমিত্রের কাছে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই। তাই কে বন্ধু কে শত্রু তা চিনতে না পারলে অনেক সময় আমাদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমাদের এ লক্ষণগুলো জানা থাকলে আমরা সহজে মিত্রকে গ্রহণ করতে পারব এবং অমিত্রকে বর্জন করতে পারব।

১৯. শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন ও যাচাই করবেন।

২০. পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং মিত্রামিত্র জাতক সম্পর্কিত সকল তথ্য জেনে নেয়ার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ৩৩

## পাঠ শিরোনাম: বৃক্ষধর্ম জাতক

### শিখনফল

৫.১.৫ বৃক্ষধর্ম জাতকের শিক্ষণীয় বিষয় লিখতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২ বোর্ডে আজকের পাঠ বৃক্ষধর্ম জাতক লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।

৪. এক্ষেত্রে উপরের প্রশ্নের আলোকে মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৫. আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

আজ আমরা বৃক্ষধর্ম জাতক শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জানব-

- ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করার সুফল কী?
- বোধিসত্ত্বের কথা না শোনায় নির্বোধ বৃক্ষদেবতার কী পরিণতি হয়েছিল?
- বৃক্ষধর্ম জাতকের উপদেশ কী?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- বৃক্ষধর্ম জাতকের মূল শিক্ষা কী?

৮. বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো দেখে ছবিটি সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৯. শিক্ষক বৃক্ষধর্ম জাতকে উল্লেখিত বোধিসত্ত্বের উপদেশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে একতাই শক্তি' এ বিষয়-সম্পর্কিত কোনো ঘটনা বা গল্প জানা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

১০. শিক্ষক এবার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং উপস্থাপনের মাঝে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ধরাবাহিকভাবে পাঠ করতে বলবেন।

## দলগত কাজ: বাক্য লিখন

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৮

১১. দলগত কাজ হিসেবে পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৮: (বাক্য লিখন) শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে বলবেন। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১২. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১৩. শিক্ষার্থী একক কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করাবেন। লেখা সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন। ৫ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করবে।

১৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য প্রথমে প্রশংসা করবেন এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করে দিবেন।

১৫. শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ 'একতাই শক্তি' সে বিষয়ে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী যদি বুঝতে না পারে বা সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৬. শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে কিছু প্রশ্ন লিখে দিতে পারেন। যেমন-

- পরিবারের সকলে একসঙ্গে থাকলে তখন কোনো দুষ্টু লোক কি সহজে ক্ষতি করতে পারবে?
- বুদ্ধিমান বৃক্ষদেবতারা ঝড়ের সময় কেমন ছিলেন?

১৭. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং এর উত্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করবেন।

১৮. ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে 'একতাই শক্তি' এ বিষয়ে বক্তব্য দিতে বলবেন। যারা বক্তব্য দেয়নি তেমন অন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফলাবর্তন নেবেন এবং শিক্ষকও ফলাবর্তন দিবেন।

১৯. ফলাবর্তনের পর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

২০. শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন ও যাচাই করবেন।

২১. পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং বৃক্ষধর্ম জাতক-সম্পর্কিত সকল তথ্য জেনে নেয়ার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

## সেশন: ৩৪

## পাঠ শিরোনাম: জাতকের শিক্ষা

### শিখনফল

৫.১.৭ মানুষের সঙ্গে জীবজগৎ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

৫.১.৮ ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫.১.৯ বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি জেনে মানুষ, জীবজগৎ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে।

**উপকরণ:** পাঠ্যবই, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি

### শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

২. বোর্ডে আজকের পাঠ জাতকের শিক্ষা লিখবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- গৃধ্র জাতকের উপদেশ কী?
- বৃক্ষধর্ম জাতকে প্রকৃতির বিষয়ে কী বলা হয়েছে?
- জাতকের গল্প ও উপদেশ পড়ে আমাদের আচরণের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

৪. এক্ষেত্রে উপরের প্রশ্নের আলোকে মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৫. আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর না দেয় তবে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

আজ আমরা জাতকের শিক্ষা'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানব ।

- ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করার সুফল কী?
- প্রকৃতির নানা উপাদান আমাদের কীভাবে উপকার করে থাকে?

প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- জাতকের মূল শিক্ষা কী?

৮. বিষয়বস্তু-সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো বা চার্ট শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবি বা ভিডিয়ো বা চার্ট দেখে সে সম্পর্কে ৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিবেন।

**বিশেষ নির্দেশনা:** একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

৯. শিক্ষক বৃক্ষধর্ম জাতকে উল্লেখিত বোধিসত্ত্বের উপদেশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে 'জাতকের শিক্ষা' বিষয়-সম্পর্কিত কোনো ঘটনা বা গল্প জানা থাকলে তা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে বলবেন।

১০. শিক্ষক এবার মুল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং উপস্থাপনের মাঝে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ধরাবাহিকভাবে পাঠ করতে বলবেন।

## একক কাজ: শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়

## অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৫

পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক-৫৭ নম্বর দলগত কাজ (তালিকা তৈরি) সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন (অংশগ্রহণমূলক কাজে দল গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে)।

১১. পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫৯: একক কাজ (শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়) শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে বলবেন।

১২. দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৩. কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। ৫-৭ মিনিট সময় দিবেন। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করবে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১৪. শিক্ষার্থী একক কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করাবেন। লেখা সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন। ৫ মিনিটের মধ্যে তারা সেটা উপস্থাপন করবে।

১৫. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য প্রথমে প্রশংসা করবেন এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করে দিবেন।

১৬. শিক্ষার্থীদের 'জাতকের উপদেশ ও জাতকের মূল শিক্ষা' বিষয়ে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী যদি বুঝতে না পারে বা সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১৭. শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে কিছু প্রশ্ন লিখে দিতে পারেন। যেমন-

- পরিবারের সকলে একসঙ্গে থাকলে কোনো খারাপ লোক কি ক্ষতি করতে পারবে?
- বুদ্ধিমান বৃক্ষদেবতারা ঝড়ের সময় কেমন ছিলেন?
- প্রকৃতিকে কীভাবে সংরক্ষণ করা উচিত?

১৮. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং এর উত্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করবেন। ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে 'জাতকের শিক্ষা' এ বিষয়ে বক্তব্য দিতে বলবেন। যারা বক্তব্য দেয়নি তেমন অন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফলাবর্তন নেবেন এবং শিক্ষকও ফলাবর্তন দিবেন।

১৯. ফলাবর্তনের পর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। যেমন-

জাতকের উপদেশ ও নীতি মানুষকে সৎ ও আদর্শবান হতে শেখায়। মানবিক জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করে। পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষার কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। জাতকের শিক্ষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করতে শেখায়। ঐক্যবদ্ধ থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। জাতকের শিক্ষার মাধ্যমে জীবজগৎ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে।

২০. শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শুনবেন ও যাচাই করবেন।

২১. পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং 'জাতকের শিক্ষা' আমাদের কী উপকার করে সে সম্পর্কিত সকল তথ্য জেনে নেয়ার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

**পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

## শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

## জাতকে জীব ও প্রকৃতি

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

**[ Performance Indicator (PI)]**

| শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা | PI নম্বর | পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) | পারদর্শিতার মাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভালো | খুব ভালো | উত্তম |
| ৫.১ বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ, জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারা। | **PI-7** | **08.03.01.07** বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ, জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারছে। | বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ, জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে। | বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ, জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও সদয় আচরণ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে পেরেছে। | বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ, জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও মানবিক আচরণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে পেরেছে। |

# সমাপ্ত

## স্ট্র্যান্ড - পারদর্শিতার সূচক (PI) টেবিল

# বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

| ক্রমিক নম্বর | স্ট্র্যান্ড | সংশ্লিষ্ট PI কোড |
|---|---|---|
| ১ | ধর্মীয় জ্ঞান | **08.03.01.01**<br>**08.03.01.03**<br>**08.03.01.08**<br>**08.03.01.09** |
| ২ | ধর্মীয় বিধি-বিধান | **08.03.01.04**<br>**08.03.01.05** |
| ৩ | ধর্মীয় মূল্যবোধ | **08.03.01.02**<br>**08.03.01.03**<br>**08.03.01.04**<br>**08.03.01.06**<br>**08.03.01.07** |

বিশেষ দ্রষ্টব্য: স্ট্র্যান্ড - পারদর্শিতার সূচক (PI) টেবিল- এর ব্যবহার বিধি পরবর্তীতে অনলাইন নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।